ষষ্ঠ অধ্যায়

মহারাজ পরীক্ষিতের দেহত্যাগ

এই অধ্যায়ে মহারাজ পরীক্ষিতের মুক্তিলাভ, সমস্ত সর্পদের হত্যা করার জন্য মহারাজ জনমেজয়ের সর্প যজ্ঞের অনুষ্ঠান, বেদের উৎস এবং শ্রীল বেদব্যাসের বেদ বিভাজন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর কথা শ্রবণ করার পর পরীক্ষিত মহারাজ বললেন যে, সমস্ত পুরাণের সারাতিসার পরমেশ্বর ভগবান উত্তমশ্লোকের অমৃতময় লীলাকথায় পরিপূর্ণ *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ করার পর তিনি অভয় এবং পরম তত্ত্বের সঙ্গে একত্বের স্তর লাভ করেছেন। তাঁর অজ্ঞানতা বিদূরিত হয়েছে এবং শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর কৃপায় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির পরম কল্যাণময় ব্যক্তিগত রূপের দর্শন তিনি লাভ করেছেন। ফলস্বরূপ, তিনি মৃত্যুর সমস্ত ভয়কে পরিত্যাগ করেছেন। তারপর পরীক্ষিৎ মহারাজ তাঁর হৃদয়কে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির চরণকমলে স্থির করে দেহত্যাগ করার জন্য শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর অনুমতি ভিক্ষা করলেন। এই অনুমতি দেওয়ার পর, শ্রীল শুকদেব গোস্বামী গাত্রোত্থান পূর্বক প্রস্থান করলেন। অতপর, সম্পূর্ণরূপে সন্দেহাতীত অবস্থায় মহারাজ পরীক্ষিত যোগাসনে বসে পরমাত্মার ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। সেই সময় নাগপক্ষী তক্ষক এক ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে এসে তাঁকে দংশন করলেন এবং সেই রাজর্ষির দেহটি তৎক্ষণাৎ প্রজ্জ্বলিত হয়ে ভস্মে পরিণত হয়।

মহারাজ পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয় যখন তাঁর পিতার মৃত্যুসংবাদ শুনলেন, তখন তিনি সমস্ত সর্পদের বিনাশ করার জন্য এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান শুরু করেন। যদিও ইন্দ্র তক্ষককে রক্ষা করেছিলেন, তবু মন্ত্র তাকে আকৃষ্ট করেছিল এবং যজ্ঞের আগুনে প্রায় পতিত হতে যাচ্ছিল। তা দেখে অঙ্গিরা ঋষির পুত্র বৃহস্পতি এসে মহারাজ জনমেজয়কে পরামর্শ দিলেন যে দেবতাদের অমৃত পান করার জন্য তক্ষককে হত্যা করা সম্ভব হবে না। অধিকন্তু, অঙ্গিরা ঋষি বললেন যে সমস্ত জীবেরা অবশ্যই তাদের পূর্বকৃত কর্মফল ভোগ করে। তাই মহারাজের উচিত এই যজ্ঞ পরিত্যাগ করা। এইভাবে বৃহস্পতির কথায় জনমেজয়ের বিশ্বাস হয়েছিল এবং তিনি যজ্ঞ বন্ধ করেছিলেন।

তারপর, সূত গোস্বামী শ্রীশৌনক ঋষির প্রশ্নের উত্তরে বেদ বিভাজন সম্পর্কে বর্ণনা করলেন। সর্বোচ্চ দেবতা ব্রহ্মার হৃদয় থেকে সূক্ষ্ম দিব্য তরঙ্গ উদ্ভূত হয়েছিল এবং সেই সূক্ষ্ম শব্দতরঙ্গ থেকে ওঁ অক্ষরটি উৎপন্ন হয়েছিল যা অতি শক্তিশালী

এবং স্বয়ং জ্যোতির্ময়। এই ওঁকার প্রয়োগ করে ব্রহ্মা আদি বেদ সৃষ্টি করেছিলেন এবং তাঁর পুত্র মরীচি এবং অন্যান্যদের তা শিক্ষা দিয়েছিলেন, যাঁরা সকলেই ছিলেন ব্রাহ্মণ সমাজের নেতৃস্থানীয় সন্ত পুরুষ। দ্বাপর যুগের প্রান্তভাগ পর্যন্ত, যখন শ্রীল ব্যাসদেব একে চারভাগে বিভক্ত করে এই চার সংহিতায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুদের তা উপদেশ করেন, তখন পর্যন্ত এই জ্ঞানভাণ্ডার গুরু-পরম্পরার ধারায় হস্তান্তরিত হয়ে আসছিল। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য যখন তাঁর গুরু কর্তৃক পরিত্যক্ত হলেন; তখন গুরু থেকে যা কিছু বৈদিক মন্ত্র তিনি লাভ করেছিলেন, সবই তাঁকে পরিত্যাগ করতে হয়েছিল। যজুর্বেদীয় নতুন মন্ত্র লাভ করার জন্য সূর্যরূপী ভগবানের আরাধনা করেছিলেন। শ্রীসূর্যদেব পরিণামে তার প্রার্থনা পূরণ করেছিলেন।

শ্লোক ১

সূত উবাচ

এতন্নিশম্য মুনিনাভিহিতং পরীক্ষিদ্
ব্যাসাত্মজেন নিখিলাত্মদৃশা সমেন ।
তৎপাদমূলমুপসৃত্য নতেন মূর্ধ্না
বদ্ধাঞ্জলিস্তমিদমাহ স বিষ্ণুরাতঃ ॥ ১ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **এতৎ**—এই; **নিশম্য**—শুনে; **মুনিনা**—মুনির দ্বারা (শ্রীল শুকদেব গোস্বামী); **অভিহিতম্**—বর্ণনা করেছিলেন; **পরীক্ষিৎ**—পরীক্ষিত মহারাজ; **ব্যাস-আত্মজেন**—ব্যাসদেবের পুত্রের দ্বারা; **নিখিল**—সমস্ত জীব; **আত্ম**—পরমেশ্বর ভগবান; **দৃশা**—যাঁরা দেখেন; **সমেন**—যিনি পূর্ণরূপে সাম্য ভাব লাভ করেছেন; **তৎ**—তাঁর (শ্রীল শুকদেব গোস্বামী); **পাদমূলম্**—চরণ কমলে; **উপসৃত্য**—সমীপবর্তী হয়ে; **নতেন**—নত মস্তকে প্রণাম করলেন; **মূর্ধ্না**—তার মস্তক দিয়ে; **বদ্ধ-অঞ্জলিঃ**—অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে; **তম্**—তাকে; **ইদম্**—এই; **আহ**—বললেন; **সঃ**—তিনি; **বিষ্ণু-রাতঃ**—পরীক্ষিত মহারাজ, যিনি মাতৃগর্ভেও ভগবান স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রক্ষিত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন—শ্রীল ব্যাসদেবের সমদর্শী এবং আত্মতত্ত্বজ্ঞ পুত্র শ্রীল শুকদেব গোস্বামী কর্তৃক প্রদত্ত সমস্ত বর্ণনা শ্রবণ করার পর, মহারাজ পরীক্ষিত বিনীতভাবে তাঁর চরণকমলের সমীপবর্তী হলেন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর চরণে অবনত মস্তকে মহারাজ বিষ্ণুরাত, সমগ্র জীবন যিনি শ্রীবিষ্ণু কর্তৃক সুরক্ষিত হয়েছেন, তিনি অঞ্জলি বদ্ধ অবস্থায় নিম্নোক্ত কথাগুলি বললেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে, শ্রীল শুকদেব গোস্বামী যখন মহারাজ পরীক্ষিতকে উপদেশ দিয়েছিলেন তখন সেখানে কিছু নির্বিশেষবাদী দার্শনিকও উপস্থিত ছিলেন। এইভাবে, *সমেন* শব্দটির দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী আত্মতত্ত্বদর্শন এমনভাবে বলেছিলেন যে ঐ সকল জ্ঞানমার্গী যোগীদের যাতে আনন্দ হয়।

শ্লোক ২

রাজোবাচ

সিদ্ধোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি ভবতা করুণাত্মনা ।
শ্রাবিতো যচ্চ মে সাক্ষাদনাদিনিধনো হরিঃ ॥ ২ ॥

রাজা উবাচ—মহারাজ পরীক্ষিত বললেন; **সিদ্ধঃ**—পূর্ণরূপে সাফল্য মণ্ডিত; **অস্মি**—আমি; **অনুগৃহীতঃ**—মহান কৃপা প্রদর্শন করেছেন; **অস্মি**—আমি; **ভবতা**—আপনার মতো মহান ব্যক্তির দ্বারা; **করুণা-আত্মনা**—পূর্ণ করুণাময়; **শ্রাবিতঃ**—মৌখিকভাবে বর্ণিত হয়েছে; **যৎ**—কারণ; **চ**—এবং; **মে**—আমার প্রতি; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **অনাদি**—যার কোনও শুরু নেই; **নিধনঃ**—কিংবা সমাপ্তি; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিত বললেন—আমি এখন আমার জীবনের লক্ষ্য লাভ করেছি, কেননা আপনার মতো মহান করুণাময় ব্যক্তি আমাকে এরকম কৃপা প্রদর্শন করেছেন। আদি অন্তহীন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির এই গুণকথা ব্যক্তিগতভাবে আপনি আমাকে বলেছেন।

শ্লোক ৩

নাত্যদ্ভুতমহং মন্যে মহতামচ্যুতাত্মনাম্ ।
অজ্ঞেষু তাপতপ্তেষু ভূতেষু যদনুগ্রহঃ ॥ ৩ ॥

ন—না; **অতি-অদ্ভুতম্**—অতি আশ্চর্যজনক; **অহম্**—আমি; **মন্যে**—মনে করি; **মহতাম্**—মহান আত্মার; **অচ্যুত-আত্মনাম্**—যাদের মন ভগবান শ্রীকৃষ্ণে নিবদ্ধ; **অজ্ঞেষু**—অজ্ঞ ব্যক্তিদের উপর; **তাপ**—জড় জীবনের দুঃখ জ্বালা; **তপ্তেষু**—পীড়িত; **ভূতেষু**—দেহবদ্ধ জীবের প্রতি; **যৎ**—যা; **অনুগ্রহঃ**—কৃপা।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান অচ্যুতের ধ্যানে সদা নিমগ্নচিত্ত আপনার মতো মহাত্মার পক্ষে আমাদের মতো জড় জীবনের সমস্যা পীড়িত মূর্খ দেহবদ্ধ জীবকে করুণা প্রদর্শন করাকে আমি অতি অদ্ভুত কিছু বলে মনে করি না।

শ্লোক ৪

পুরাণসংহিতামেতামশ্রৌষ্ম ভবতো বয়ম্ ।
যস্যাং খলূত্তমঃশ্লোকো ভগবাননুবর্ণ্যতে ॥ ৪ ॥

পুরাণ-সংহিতাম্—সমস্ত পুরাণের সারাতিসার; **এতাম্**—এই; **অশ্রৌষ্ম**—শ্রবণ করেছি; **ভবতঃ**—আপনার কাছ থেকে; **বয়ম্**—আমরা; **যস্যাম্**—যাতে; **খলু**—প্রকৃতপক্ষে; **উত্তমঃ-শ্লোকঃ**—উত্তম শ্লোকে বর্ণিত হয় যে ভগবান; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **অনুবর্ণ্যতে**—উপযুক্তভাবে বর্ণিত হয়।

অনুবাদ

আমি আপনার কাছে এই শ্রীমদ্ভাগবত, যা পরমেশ্বর উত্তমশ্লোক ভগবানকে সুচারুরূপে বর্ণনা করে এবং যা হচ্ছে সমস্ত পুরাণের নিখুঁত সারকথা, তা শ্রবণ করলাম।

শ্লোক ৫

ভগবংস্তক্ষকাদিভ্যো মৃত্যুভ্যো ন বিভেম্যহম্ ।
প্রবিষ্টো ব্রহ্মনির্বাণমভয়ং দর্শিতং ত্বয়া ॥ ৫ ॥

ভগবন্—হে প্রভু; **তক্ষক**—নাগপক্ষী তক্ষক থেকে; **আদিভ্যঃ**—বা অন্যান্য জীবদের; **মৃত্যুভ্যঃ**—পুনপুন মৃত্যুর হাত থেকে; **ন বিভেমি**—ভয় করি না; **অহম্**—আমি; **প্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করে; **ব্রহ্ম**—পরম সত্য ব্রহ্ম; **নির্বাণম্**—সমস্ত জড় বিষয়ের নির্বাণ; **অভয়ম্**—ভয়শূন্যতা; **দর্শিতম্**—দর্শিত; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা।

অনুবাদ

হে প্রভু, এখন আমার তক্ষক বা অন্য যে কোন জীব, এমন কি পুনঃপুনঃ মৃত্যুবরণ করার প্রতিও ভয় নেই, কেননা সকল প্রকার ভয় বিনাশকারী যে বিশুদ্ধ চিন্ময় ব্রহ্মের কথা আপনি আমার কাছে প্রকাশ করেছেন আমি আমাকে সেই পরম সত্যে নিমগ্ন করেছি।

শ্লোক ৬

অনুজানীহি মাং ব্রহ্মন্ বাচং যচ্ছাম্যধোক্ষজে ।
মুক্তকামাশয়ং চেতঃ প্রবেশ্য বিসৃজাম্যসূন্ ॥ ৬ ॥

অনুজানীহি—অনুগ্রহ করে আপনার অনুমতি দিন; **মাম্**—আমাকে; **ব্রহ্মন্**—হে মহা ব্রাহ্মণ; **বাচম্**—আমার বাক্য (এবং অন্যান্য সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্য); **যচ্ছামি**—আমি স্থাপন করব; **অধোক্ষজে**—পরমেশ্বর অধোক্ষজে; **মুক্ত**—পরিত্যাগ করার পর; **কাম-আশয়ম্**—সমস্ত কাম বাসনা; **চেতঃ**—আমার মন; **প্রবেশ্য**—প্রবেশ করে; **বিসৃজামি**—আমি পরিত্যাগ করব; **অসূন্**—আমার প্রাণবায়ু।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ, অনুগ্রহপূর্বক আমার বাক্য এবং অন্যান্য সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্যাবলীকে ভগবান অধোক্ষজে স্থাপন করার অনুমতি দিন। কামবাসনা থেকে মুক্ত এবং পবিত্র হয়ে আমার মন যেন তাঁর মধ্যে নিমগ্ন হয় এবং এইভাবেই যেন প্রাণ ত্যাগ করতে পারি, সেই অনুমতি দিন।

তাৎপর্য

শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতকে বললেন, "তুমি আর বেশি কী শ্রবণ করতে চাও?" মহারাজ উত্তর দিলেন যে, তিনি *শ্রীমদ্ভাগবতের* সংবাদ যথাযথরূপেই অনুধাবন করেছেন এবং আর অধিক আলোচনা না করে তিনি ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করতে প্রস্তুত।

শ্লোক ৭

অজ্ঞানং চ নিরস্তং মে জ্ঞানবিজ্ঞাননিষ্ঠয়া ।
ভবতা দর্শিতং ক্ষেমং পরং ভগবতঃ পদম্ ॥ ৭ ॥

অজ্ঞানম্—অজ্ঞানতা; **চ**—ও; **নিরস্তম্**—নিরস্ত হয়েছে; **মে**—আমার; **জ্ঞান**—পরমেশ্বরের জ্ঞানে; **বিজ্ঞান**—তাঁর ঐশ্বর্য এবং মাধুর্যের প্রত্যক্ষ অনুভব; **নিষ্ঠয়া**—স্থির নিষ্ঠ হয়ে; **ভবতা**—আপনার দ্বারা; **দর্শিতম্**—দর্শিত হয়েছে; **ক্ষেমম্**—সর্ব কল্যাণময়; **পরম্**—পরম; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **পদম্**—ব্যক্তিত্ব।

অনুবাদ

আপনি আমার কাছে ভগবানের পরম কল্যাণময় পরম ব্যক্তিত্ব সম্পর্কিত বিজ্ঞান প্রকাশ করেছেন। আমি এখন আত্মতত্ত্ব বিজ্ঞানে স্থিত হয়েছি এবং আমার অজ্ঞান দূরীভূত হয়েছে।

শ্লোক ৮

সূত উবাচ

ইত্যুক্তস্তমনুজ্ঞাপ্য ভগবান্ বাদরায়ণিঃ ।
জগাম ভিক্ষুভিঃ সাকং নরদেবেন পূজিতঃ ॥ ৮ ॥

সূতঃ উবাচ—শ্রী সূত গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **উক্তঃ**—উক্ত হয়েছে; **তম্**—তাকে; **অনুজ্ঞাপ্য**—অনুমতি দান করে; **ভগবান্**—শক্তিশালী সন্ত পুরুষ; **বাদরায়ণিঃ**—বাদরায়ণ বেদব্যাসের পুত্র শুকদেব গোস্বামী; **জগাম্**—গিয়েছিলেন; **ভিক্ষুভিঃ**—ভিক্ষু ঋষিগণ; **সাকম্**—সঙ্গে; **নরদেবেন**—রাজার দ্বারা; **পূজিতঃ**—পূজিত।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন—এইভাবে প্রার্থিত হয়ে শ্রীল ব্যাসদেবের সাধু পুত্র শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজকে তাঁর অনুমতি দান করলেন। তারপর রাজা এবং উপস্থিত অন্যান্য মুনি-ঋষিদের দ্বারা পূজিত হয়ে, তিনি সেই স্থান পরিত্যাগ করলেন।

শ্লোক ৯-১০

পরীক্ষিদপি রাজর্ষিরাত্মন্যাত্মানমাত্মনা ।
সমাধায় পরং দধ্যাবস্পন্দাসুর্যথা তরুঃ ॥ ৯ ॥
প্রাক্কূলে বর্হিষ্যাসীনো গঙ্গাকূল উদঙ্মুখঃ ।
ব্রহ্মভূতো মহাযোগী নিঃসঙ্গশ্ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০ ॥

পরীক্ষিৎ—মহারাজ পরীক্ষিৎ; **অপি**—ও; **রাজ-ঋষিঃ**—মহান রাজর্ষি; **আত্মনি**—তাঁর স্বীয় চিন্ময় স্বরূপে; **আত্মানম্**—তার মন; **আত্মনা**—তাঁর বুদ্ধির দ্বারা; **সমাধায়**—স্থাপন করে; **পরম্**—পরমেশ্বরে; **দধ্যৌ**—তিনি ধ্যান করেছিলেন; **অস্পন্দ**—স্পন্দনহীন; **অসুঃ**—তার প্রাণবায়ু; **যথা**—ঠিক যেন; **তরুঃ**—একটি গাছ; **প্রাক্কূলে**—বোঁটার প্রান্তভাগ পূর্বমুখী করে; **বর্হিষি**—দর্ভ ঘাসের উপর; **আসীনঃ**—বসে; **গঙ্গাকূলে**—গঙ্গানদীর কূলে; **উদক্-মুখঃ**—উত্তরমুখী হয়ে; **ব্রহ্ম-ভূতঃ**—তাঁর প্রকৃত স্বরূপের পূর্ণ উপলব্ধিতে; **মহাযোগী**—মহাযোগী; **নিঃসঙ্গঃ**—সমস্ত প্রকার জড় আসক্তি থেকে মুক্ত; **ছিন্ন**—ছিন্ন; **সংশয়ঃ**—সমস্ত সন্দেহ।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিতও তখন গঙ্গা কূলে, দর্ভঘাসের বোঁটার প্রান্তভাগ পূর্বমুখী করে নির্মিত আসনে, স্বয়ং উত্তরমুখী হয়ে উপবিষ্ট হলেন। পূর্ণরূপে যোগসিদ্ধি লাভ

করার পর, তিনি পূর্ণ ব্রহ্মভূত স্তর অনুভব করলেন এবং সমস্ত প্রকার জড় আসক্তি ও সন্দেহ থেকে মুক্ত হলেন। রাজর্ষি পরীক্ষিত তাঁর বিশুদ্ধ বুদ্ধির সাহায্যে তাঁর মনকে আত্মায় নিবদ্ধ করলেন এবং পরম সত্যের ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। তাঁর প্রাণবায়ু নিঃস্পন্দ হল এবং তিনি একটি গাছের মতো স্থিরতা লাভ করলেন।

শ্লোক ১১

তক্ষকঃ প্রহিতো বিপ্রাঃ ক্রুদ্ধেন দ্বিজসূনুনা ।
হন্তুকামো নৃপং গচ্ছন্ দদর্শ পথি কশ্যপম্ ॥ ১১ ॥

তক্ষকঃ—নাগপক্ষী তক্ষক; **প্রহিত**—প্রেরিত; **বিপ্রাঃ**—হে বিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ; **ক্রুদ্ধেন**—ক্রুদ্ধ; **দ্বিজ**—সমীক ঋষির; **সূনুনা**—পুত্রের দ্বারা; **হন্তু-কামঃ**—হত্যা করতে ইচ্ছুক; **নৃপম্**—রাজাকে; **গচ্ছন্**—যাওয়ার সময়; **দদর্শ**—তিনি দেখেছিলেন; **পথি**—পথের মধ্যে; **কশ্যপম্**—কশ্যপমুনি।

অনুবাদ

হে বিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ, তারপর ক্রুদ্ধ দ্বিজপুত্রের দ্বারা প্রেরিত তক্ষক যখন রাজাকে হত্যা করতে যাচ্ছিল, তখন পথে তার সঙ্গে কশ্যপ মুনির সাক্ষাৎ হয়েছিল।

শ্লোক ১২

তং তর্পয়িত্বা দ্রবিণৈর্নিবর্ত্য বিষহারিণম্ ।
দ্বিজরূপপ্রতিচ্ছন্নঃ কামরূপোঽদশন্নৃপম্ ॥ ১২ ॥

তম্—তাকে (কশ্যপকে); **তর্পয়িত্বা**—তৃপ্ত করে; **দ্রবিণৈঃ**—মূল্যবান উপহার দ্বারা; **নিবর্ত্য**—নিবারণ করে; **বিষ-হারিণম্**—বিষ হরণে সুদক্ষ; **দ্বিজ-রূপ**—ব্রাহ্মণের রূপে; **প্রতিচ্ছন্নঃ**—ছদ্মবেশে; **কামরূপঃ**—কামরূপী তক্ষক, যে ইচ্ছামতো রূপ গ্রহণে সমর্থ; **অদশৎ**—দংশন করেছিল; **নৃপম্**—মহারাজ পরীক্ষিতকে।

অনুবাদ

তক্ষক মূল্যবান উপহার সামগ্রী দ্বারা বিষ হরণে সুদক্ষ কশ্যপ মুনির তোষামোদ করে, মহারাজ পরীক্ষিতের সুরক্ষা দান করার ব্যাপারে তাকে নিরস্ত করল। তারপর কামরূপী সেই নাগপক্ষী তক্ষক, ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে রাজার সমীপবর্তী হয়ে তাঁকে দংশন করল।

তাৎপর্য

কশ্যপমুনি তক্ষকের বিষ প্রতিরোধ করতে পারতেন, এবং তক্ষক যখন তার বিষ দাঁত দিয়ে একটি তালগাছকে ভস্ম পরিণত করে, কশ্যপ তখন সেই বৃক্ষে পুনর্জীবন

সঞ্চার করে তার ক্ষমতা প্রদর্শন করেছিলেন। ভাগ্যচক্রের বিধান অনুসারে তক্ষক কশ্যপমুনির মনের পরিবর্তন করেছিলেন এবং অনিবার্য ভবিতব্য ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল।

শ্লোক ১৩

ব্রহ্মভূতস্য রাজর্ষের্দেহোঽহিগরলাগ্নিনা ।
বভূব ভস্মসাৎ সদ্যঃ পশ্যতাং সর্বদেহিনাম্ ॥ ১৩ ॥

ব্রহ্মভূতস্য—পূর্ণরূপে ব্রহ্মভূত ব্যক্তির; **রাজ-ঋষেঃ**—রাজর্ষি; **দেহঃ**—দেহ; **অহি**—সাপের; **গরল**—বিষ থেকে; **অগ্নিনা**—অগ্নির দ্বারা; **বভূব**—রূপান্তরিত করেছিলেন; **ভস্মসাৎ**—ভস্মসাৎ; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **পশ্যতাম্**—যখন তারা দেখছিলেন; **সর্বদেহিনাম্**—সমস্ত দেহধারী জীব।

অনুবাদ

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের জীবগণ যখন দর্শন করছিলেন, সেই সময় মহান আত্মতত্ত্বজ্ঞ রাজর্ষির দেহটি মুহূর্তের মধ্যে সাপের বিষানলে ভস্মসাৎ হয়ে গেল।

শ্লোক ১৪

হাহাকারো মহানাসীদ্ভুবি খে দিক্ষু সর্বতঃ ।
বিস্মিতা হ্যভবন্ সর্বে দেবাসুরনরাদয়ঃ ॥ ১৪ ॥

হাহাকারঃ—হাহাকার; **মহান্**—মহান; **আসীৎ**—ছিল; **ভুবি**—পৃথিবীতে; **খে**—আকাশে; **দিক্ষু**—দিক সমূহে; **সর্বতঃ**—সর্বত্র; **বিস্মিতাঃ**—বিস্মিত; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অভবন্**—তারা হয়েছিল; **সর্বে**—সকলে; **দেব**—দেবতাগণ; **অসুর**—অসুরগণ; **নর**—মনুষ্যগণ; **আদয়**—এবং অন্য জীবেরা।

অনুবাদ

তখন পৃথিবী এবং স্বর্গের সমস্ত দিকে এক মহা হাহাকার রব উত্থিত হল এবং সমস্ত দেবতা, অসুর, মনুষ্য এবং অন্যান্য জীবগণ বিস্মিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৫

দেবদুন্দুভয়ো নেদুর্গন্ধর্বাপ্সরসো জগুঃ ।
ববৃষুঃ পুষ্পবর্ষাণি বিবুধাঃ সাধুবাদিনঃ ॥ ১৫ ॥

দেব—দেবতাদের; **দুন্দুভয়ঃ**—দুন্দুভি; **নেদুঃ**—বেজে উঠেছিল; **গন্ধর্ব-অপ্সরসঃ**—গন্ধর্ব এবং অপ্সরাগণ; **জগুঃ**—গান গেয়েছিলেন; **ববৃষুঃ**—তারা বর্ষণ করেছিলেন; **পুষ্পবর্ষাণি**—পুষ্পবৃষ্টি; **বিবুধাঃ**—দেবতাগণ; **সাধু-বাদিনঃ**—সাধুবাদ বলে।

অনুবাদ

দেব সমাজে দুন্দুভি বেজে উঠেছিল এবং স্বর্গীয় গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ গান গেয়েছিলেন। দেবতারা পুষ্প বৃষ্টি করে সাধুবাদ উচ্চারণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

যদিও প্রথমে অনুতাপ করেছিলেন, কিন্তু খুব শীঘ্রই দেবতাগণ সহ সকল বিজ্ঞ ব্যক্তিরাই বুঝতে পেরেছিলেন যে এক মহাত্মা ভগবদ্ধামে গমন করেছেন। নিঃসন্দেহে তা ছিল এক আনন্দ উৎসবের কারণ স্বরূপ।

শ্লোক ১৬

জন্মেজয়ঃ স্বপিতরং শ্রুত্বা তক্ষকভক্ষিতম্ ।
যথাজুহাব সংক্রুদ্ধো নাগান্ সত্রে সহ দ্বিজৈঃ ॥ ১৬ ॥

জন্মেজয়ঃ—পরীক্ষিত পুত্র মহারাজ জনমেজয়; **স্বপিতরম্**—তাঁর স্বীয় পিতার; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **তক্ষক**—নাগপক্ষী তক্ষকের দ্বারা; **ভক্ষিতম্**—দংশিত; **যথা**—যথারূপে; **আজুহাব**—আহুতি প্রদান করেছিলেন; **সংক্রুদ্ধঃ**—প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ; **নাগান্**—নাগগণ; **সত্রে**—মহান যজ্ঞে; **সহ**—সহ; **দ্বিজৈঃ**—ব্রাহ্মণগণ।

অনুবাদ

মহারাজ জনমেজয় তাঁর পিতা মারাত্মকভাবে নাগপক্ষী তক্ষকের দ্বারা দংশিত হয়েছে, একথা শুনে প্রচণ্ডভাবে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং ব্রাহ্মণদের দ্বারা এক মহাশক্তিশালী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন যাতে তিনি জগতের সমস্ত সর্পকে যজ্ঞের অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ১৭

সর্পসত্রে সমিদ্ধাগ্নৌ দহ্যমানান্মহোরগান্ ।
দৃষ্ট্বেন্দ্রং ভয়সংবিগ্নস্তক্ষকঃ শরণং যযৌ ॥ ১৭ ॥

সর্প-সত্রে—সর্পযজ্ঞে; **সমিদ্ধ**—জ্বলন্ত; **অগ্নৌ**—অগ্নিতে; **দহ্যমানান্**—দহনশীল; **মহা-উরগান্**—মহান সর্পগণ; **দৃষ্ট্বা**—দেখে; **ইন্দ্রম্**—ইন্দ্রকে; **ভয়**—ভয়ে; **সংবিগ্নঃ**—অত্যন্ত উদ্বিগ্ন; **তক্ষকঃ**—তক্ষক; **শরণম্**—আশ্রয়ের জন্য; **যযৌ**—গিয়েছিলেন।

অনুবাদ

তক্ষক যখন দেখল যে সবচেয়ে শক্তিশালী সর্পও সেই সর্পযজ্ঞের জ্বলন্ত অগ্নিতে ভস্মীভূত হচ্ছিল, তখন সে ভয়ে ভীত হয়ে আশ্রয়ের জন্য ইন্দ্রের শরণাপন্ন হয়েছিল।

শ্লোক ১৮

অপশ্যংস্তক্ষকং তত্র রাজা পারীক্ষিতো দ্বিজান্ ।
উবাচ তক্ষকঃ কস্মান্ন দহ্যেতোরগাধমঃ ॥ ১৮ ॥

অপশ্যন্—না দেখে; **তক্ষকম্**—তক্ষক; **তত্র**—সেখানে; **রাজা**—রাজা; **পারীক্ষিতঃ**—জনমেজয়; **দ্বিজান্**—ব্রাহ্মণদের; **উবাচ**—বললেন; **তক্ষকঃ**—তক্ষক; **কস্মাৎ**—কেন; **ন দহ্যেত**—দগ্ধ হয়নি; **উরগ**—সমস্ত সাপদের মধ্যে; **অধমঃ**—অধম।

অনুবাদ

মহারাজ জনমেজয় যখন দেখলেন যে তক্ষক তাঁর যজ্ঞের আগুনে প্রবেশ করেনি, তখন তিনি ব্রাহ্মণদের প্রশ্ন করলেন—কেন উরগাধম তক্ষক এই অগ্নিতে দগ্ধ হচ্ছে না?

শ্লোক ১৯

তং গোপায়তি রাজেন্দ্র শক্রঃ শরণমাগতম্ ।
তেন সংস্তম্ভিতঃ সর্পস্তস্মান্নাগ্নৌ পতত্যসৌ ॥ ১৯ ॥

তম্—তাকে (তক্ষক); **গোপায়তি**—গোপন করছে; **রাজ-ইন্দ্র**—হে রাজেন্দ্র; **শক্রঃ**—ইন্দ্র; **শরণম্**—আশ্রয়ের জন্য; **আগতম্**—যিনি সমাগত হয়েছিলেন; **তেন**—সেই ইন্দ্রের দ্বারা; **সংস্তম্ভিতঃ**—রাখা হয়েছিল; **সর্পঃ**—সর্প; **তস্মাৎ**—এইভাবে; **ন**—না; **অগ্নৌ**—অগ্নিতে; **পততি**—পতিত হয়; **অসৌ**—সে।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণগণ উত্তর দিলেন—হে রাজেন্দ্র, তক্ষক এখনো যজ্ঞের অগ্নিতে পতিত হয়নি কারণ আশ্রয়ের জন্য ইন্দ্রের শরণাগত হওয়ার ফলে সে এখন ইন্দ্র কর্তৃক সংরক্ষিত হয়েছে।

শ্লোক ২০

পারীক্ষিত ইতি শ্রুত্বা প্রাহর্ত্বিজ উদারধীঃ ।
সহেন্দ্রস্তক্ষকো বিপ্রা নাগ্নৌ কিমিতি পাত্যতে ॥ ২০ ॥

পারীক্ষিতঃ—মহারাজ জনমেজয়; **ইতি**—এই সকল কথা; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **প্রাহ**—উত্তর দিয়েছিলেন; **ঋত্বিজঃ**—পুরোহিতদের কাছে; **উদার**—উদার; **ধীঃ**—যাদের বুদ্ধি; **সহ**—সঙ্গে; **ইন্দ্রঃ**—ইন্দ্র; **তক্ষকঃ**—তক্ষক; **বিপ্রাঃ**—হে ব্রাহ্মণগণ; **ন**—না; **অগ্নৌ**—অগ্নিতে; **কিম্**—কেন; **ইতি**—বাস্তবিকই; **পাত্যতে**—পতিত হতে বাধ্য করা হয়।

অনুবাদ

এই সমস্ত কথা শুনে বুদ্ধিমান রাজা জনমেজয় পুরোহিতদের উত্তর দিলেন—হে প্রিয় ব্রাহ্মণগণ, তাহলে তাঁর রক্ষক ইন্দ্র সহ তক্ষককে অগ্নিতে পতিত হতে বাধ্য করছেন না কেন?

শ্লোক ২১

তচ্ছ্রুত্বাজুহুবুর্বিপ্রাঃ সহেন্দ্রং তক্ষকং মখে ।
তক্ষকাশু পতস্বেহ সহেন্দ্রেণ মরুত্বতা ॥ ২১ ॥

তৎ—তা; **শ্রুত্বা**—শুনে; **আজুহুবুঃ**—তাঁরা আহুতি প্রদানের অনুষ্ঠান করলেন; **বিপ্রাঃ**—ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ; **সহ**—সঙ্গে; **ইন্দ্রম্**—মহারাজ ইন্দ্র; **তক্ষক**—নাগপক্ষী তক্ষক; **মখে**—যজ্ঞাগ্নিতে; **তক্ষক**—হে তক্ষক; **আশু**—শীঘ্র; **পতস্ব**—তোমার পতিত হওয়া উচিত; **ইহ**—এখানে; **সহ-ইন্দ্রেণ**—ইন্দ্রের সঙ্গে; **মরুৎ-বতা**—যিনি সমস্ত দেবতাদের দ্বারা সমাবৃত।

অনুবাদ

এই কথা শুনে পুরোহিতগণ তখন ইন্দ্র সহ তক্ষককে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি প্রদান করার জন্য এই মন্ত্র উচ্চারণ করলেন—হে তক্ষক, সমগ্র দেবতাকুল সমভিব্যাহারে ইন্দ্র সহ শীঘ্রই তুমি এই যজ্ঞাগ্নিতে পতিত হও!

শ্লোক ২২

ইতি ব্রহ্মোদিতাক্ষেপৈঃ স্থানাদিন্দ্রঃ প্রচালিতঃ ।
বভূব সংভ্রান্তমতিঃ সবিমানঃ সতক্ষকঃ ॥ ২২ ॥

ইতি—এইভাবে; **ব্রহ্ম**—ব্রাহ্মণদের সঙ্গে; **উদিত**—উক্ত; **আক্ষেপৈঃ**—অপমানজনক বাক্যে; **স্থানাৎ**—তার স্থান থেকে; **ইন্দ্রঃ**—ইন্দ্র; **প্রচালিত**—চালিত; **বভূব**—হয়েছিলেন; **সম্ভ্রান্ত**—বিচলিত; **মতিঃ**—তাঁর মনে; **স-বিমানঃ**—তাঁর স্বর্গীয় বিমান সহযোগে; **স-তক্ষকঃ**—তক্ষকের সঙ্গে।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণদের এই অপমানজনক বাক্যে ইন্দ্র যখন তাঁর বিমান এবং তক্ষক সহযোগে তাঁর পদ থেকে অকস্মাৎ নিক্ষিপ্ত হলেন, তখন তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৩

তং পতন্তং বিমানেন সহতক্ষকমম্বরাৎ ।
বিলোক্যাঙ্গিরসঃ প্রাহ রাজানং তং বৃহস্পতিঃ ॥ ২৩ ॥

তম্—তাকে; **পতন্তম্**—পতনশীল; **বিমানেন**—তাঁর বিমানে; **সহতক্ষকম্**—তক্ষক সহ; **অম্বরাৎ**—আকাশ থেকে; **বিলোক্য**—দেখে; **আঙ্গিরসঃ**—অঙ্গিরার পুত্র; **প্রাহ**—বলেছিলেন; **রাজানম্**—রাজাকে (জনমেজয়কে); **তম্**—তাকে; **বৃহস্পতিঃ**—বৃহস্পতি।

অনুবাদ

অঙ্গিরা মুনির পুত্র বৃহস্পতি যখন দেখলেন যে ইন্দ্র তাঁর বিমানে তক্ষক সহযোগে আকাশ থেকে পতিত হচ্ছেন, তখন তিনি মহারাজ জনমেজয়ের সমীপবর্তী হয়ে নিম্নোক্ত কথাগুলি বললেন।

শ্লোক ২৪

নৈষ ত্বয়া মনুষ্যেন্দ্র বধমর্হতি সর্পরাট্ ।
অনেন পীতমমৃতমথ বা অজরামরঃ ॥ ২৪ ॥

ন—না; **এষঃ**—এই নাগপক্ষী; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **মনুষ্য-ইন্দ্র**—হে নরেন্দ্র; **বধম্**—বধ; **অর্হতি**—যোগ্য হয়; **সর্প-রাট্**—সর্পরাজ; **অনেন**—তার দ্বারা; **পীতম্**—পীত হয়েছে; **অমৃতম্**—দেবতাদের অমৃত; **অথ**—অতএব; **বৈ**—নিশ্চিতরূপে; **অজর**—বার্ধক্যের প্রভাব থেকে মুক্ত; **অমরঃ**—কার্যত অমর।

অনুবাদ

হে নরেন্দ্র, তোমার হাতে এই সর্পরাজের মৃত্যু হওয়া যথোচিত নয়, কেননা সে দেবতাদের অমৃত পান করেছে। ফলত, সে বার্ধক্য এবং মৃত্যুর সাধারণ লক্ষণগুলির অধীনস্থ নয়।

শ্লোক ২৫

জীবিতং মরণং জন্তোর্গতিঃ স্বেনৈব কর্মণা ।
রাজংস্ততোঽন্যো নাস্ত্যস্য প্রদাতা সুখদুঃখয়োঃ ॥ ২৫ ॥

জীবিতম্—জীবগণ; **মরণম্**—মরণশীল; **জন্তোঃ**—প্রাণীর; **গতিঃ**—পরজন্মের গতি; **স্বেন**—তার নিজের; **এব**—কেবলমাত্র; **কর্মণা**—কর্মের দ্বারা; **রাজন্**—হে রাজন্; **ততঃ**—তা থেকে; **অন্যঃ**—অন্য; **ন অস্তি**—নেই; **অস্য**—তার জন্য; **প্রদাতা**—প্রদাতা; **সুখ-দুঃখয়োঃ**—সুখ এবং দুঃখের।

অনুবাদ

জীবের জন্ম-মৃত্যু, এবং তার পরজন্মের গতি সবই নির্ধারিত হয় তার স্বীয় কর্মের দ্বারা। অতএব হে রাজন্, কোন জীবের সুখ বা দুঃখ সৃষ্টির জন্য অন্য কেউ বস্তুতপক্ষে দায়ী নয়।

তাৎপর্য

যদিও আপাত দৃষ্টিতে তক্ষকের দংশনে মহারাজ পরীক্ষিতের মৃত্যু হয়েছিল, কিন্তু স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই তাঁকে ভগবদ্‌ধামে ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। বৃহস্পতি চেয়েছিলেন যে তরুণ রাজা জনমেজয় যেন সমস্ত বিষয়কে পারমার্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেন।

শ্লোক ২৬

সর্পচৌরাগ্নিবিদ্যুদ্ভ্যঃ ক্ষুত্তৃড়্ব্যাধ্যাদিভির্নৃপ ।
পঞ্চত্বমৃচ্ছতে জন্তুর্ভুঙ্‌ক্তে আরব্ধকর্ম তৎ ॥ ২৬ ॥

সর্প—সর্প থেকে; **চৌর**—চোর; **অগ্নি**—আগুন; **বিদ্যুদ্ভ্যঃ**—বিদ্যুৎ থেকে; **ক্ষুৎ**—ক্ষুধা থেকে; **তৃট্**—তৃষ্ণা; **ব্যাধি**—রোগ; **আদিভিঃ**—এবং অন্যান্য কারণ; **নৃপ**—হে রাজন্; **পঞ্চত্বম্**—মৃত্যু; **ঋচ্ছতে**—লাভ করে; **জন্তুঃ**—জীব; **ভুঙ্‌ক্তে**—ভোগ করে; **আরব্ধ**—তার অতীত কর্মের ফল; **কর্ম**—সকাম কর্মফল; **তৎ**—তা।

অনুবাদ

যখন কোন দেহবদ্ধ জীব সর্পাঘাত, চোর, অগ্নি, বিদ্যুৎ, ক্ষুধাতৃষ্ণা, ব্যাধি বা অন্য কোন কারণ থেকে মৃত্যুবরণ করে, তখন সে তার স্বীয় অতীত কর্মের ফল ভোগ করে।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে মহারাজ পরীক্ষিত স্পষ্টতই তাঁর অতীত কর্মের ফল ভোগ করছিলেন না। একজন মহান ভক্ত হিসাবে ব্যক্তিগতভাবে ভগবান স্বয়ং তাঁকে ভগবদ্ধামে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ২৭

তস্মাৎ সত্রমিদং রাজন্ সংস্থীয়েতাভিচারিকম্ ।
সর্পা অনাগসো দগ্ধা জনৈর্দিষ্টং হি ভুজ্যতে ॥ ২৭ ॥

তস্মাৎ—তাই; **সত্রম্**—যজ্ঞ; **ইদম্**—এই; **রাজন্**—হে রাজন; **সংস্থীয়তে**—বন্ধ করা উচিত; **আভিচারিকম্**—ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে সম্পাদিত; **সর্পাঃ**—সর্পগণ; **অনাগসঃ**—নির্দোষ; **দগ্ধাঃ**—দগ্ধ; **জনৈঃ**—ব্যক্তিদের দ্বারা; **দিষ্টম্**—ভাগ্য; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **ভুজ্যতে**—ভুক্ত হয়।

অনুবাদ

অতএব, হে রাজন্, অন্যের ক্ষতি সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে প্রারম্ভিত এই যজ্ঞানুষ্ঠান বন্ধ করুন। ইতিমধ্যেই বহু নির্দোষ সর্প অগ্নিতে ভস্মীভূত হয়েছে। বস্তুতপক্ষে সকল জীবই তাদের অতীত কর্মের অদৃশ্য ফল অবশ্যই ভোগ করবে।

তাৎপর্য

বৃহস্পতি এখানে স্বীকার করলেন যে যদিও বাহ্যত সাপগুলিকে নির্দোষ মনে হয়েছিল, তবুও ভগবানের ব্যবস্থাপনায় তারাও তাদের পূর্বকৃত পাপ কর্মের শাস্তিই ভোগ করছিল।

শ্লোক ২৮

সূত উবাচ

ইত্যুক্তঃ স তথেত্যাহ মহর্ষের্মানয়ন্ বচঃ ।
সর্পসত্রাদুপরতঃ পূজয়ামাস বাক্‌পতিম্ ॥ ২৮ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **উক্তঃ**—উক্ত হয়েছিলেন; **সঃ**—সে (জনমেজয়); **তথা ইতি**—তবে তাই হোক; **আহ**—তিনি বললেন; **মহা-ঋষেঃ**—মহা ঋষির; **মানয়ন্**—মান্য করে; **বচঃ**—বাক্য; **সর্পসত্রাৎ**—সর্পযজ্ঞ থেকে; **উপরতঃ**—নিরস্ত হয়ে; **পূজয়াম্ আস**—পূজা করেছিলেন; **বাক্-পতিম্**—বাচস্পতি বৃহস্পতিকে।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বলতে লাগলেন—এইভাবে উপদিষ্ট হয়ে মহারাজ জনমেজয় উত্তর দিলেন, "তবে তাই হোক।" মহান সাধু বৃহস্পতির বাক্যের মর্যাদা দান করে তিনি সর্পযজ্ঞানুষ্ঠান থেকে বিরত হলেন এবং বাচস্পতি বৃহস্পতির পূজা করলেন।

শ্লোক ২৯

সৈষা বিষ্ণোর্মহামায়াবাধ্যয়ালক্ষণা যয়া ।
মুহ্যন্ত্যস্যৈবাত্মভূতা ভূতেষু গুণবৃত্তিভিঃ ॥ ২৯ ॥

সা এষা—এই সেই; **বিষ্ণোঃ**—পরমেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর; **মহা-মায়া**—মোহাত্মিকা জড় মায়াশক্তি; **অবাধ্যয়া**—অপ্রতিরোধ্য তাঁর দ্বারা; **অলক্ষণা**—অলক্ষ্য; **যয়া**—যার দ্বারা; **মুহ্যন্তি**—মোহগ্রস্ত হয়; **অস্য**—ভগবানের; **এব**—বাস্তবিকই; **আত্মভূতাঃ**—অংশস্বরূপ জীবাত্মাগণ; **ভূতেষু**—তাদের জড় দেহের মধ্যে; **গুণ**—জড়া প্রকৃতির গুণের; **বৃত্তিভিঃ**—কার্যের দ্বারা।

অনুবাদ

বাস্তবিকই তা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অলক্ষ্য এবং অপ্রতিরোধ্য মহামায়া। যদিও স্বতন্ত্র জীবেরা হচ্ছে ভগবানেরই অংশ বিশেষ, তবু এই মহামায়ার প্রভাবে তাদের বিচিত্র জড় দেহাত্মবোধের দ্বারা তারা বিভ্রান্ত হচ্ছে।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মায়াশক্তি এতই প্রবল যে এমন কি মহারাজ পরীক্ষিতের অতি বিশিষ্ট পুত্রও তাৎক্ষণিকভাবে ভ্রান্ত পথে চালিত হয়েছিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি ছিলেন ভগবানের ভক্ত তাই তাঁর বিভ্রম খুব দ্রুতই সংশোধিত হয়েছিল। অন্যপক্ষে, ভগবানের সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত একজন সাধারণ জড়বাদী মানুষ জড় অজ্ঞতার অতল গহ্বরে তলিয়ে যায়। বস্তুতপক্ষে, জড়বাদী মানুষেরা ভগবানের সুরক্ষায় আগ্রহী নয়। তাই তাদের পূর্ণ ধ্বংস অনিবার্য।

শ্লোক ৩০-৩১

ন যত্র দম্ভীত্যভয়া বিরাজিতা
মায়াত্মবাদেঽসকৃদাত্মবাদিভিঃ ।
ন যদ্বিবাদো বিবিধস্তদাশ্রয়ো
মনশ্চ সঙ্কল্পবিকল্পবৃত্তি যৎ ॥ ৩০ ॥
ন যত্র সৃজ্যং সৃজতোভয়োঃ পরং
শ্রেয়শ্চ জীবস্ত্রিভিরন্বিতস্ত্বহম্ ।
তদেতদুৎসাদিতবাধ্যবাধকং
নিষিধ্য চোর্মীন্ বিরমেত তন্মুনিঃ ॥ ৩১ ॥

ন—না; **যত্র**—যাতে; **দম্ভী**—কপট; **ইতি**—এই রকম চিন্তা করে; **অভয়া**—ভয়শূন্য; **বিরাজিতা**—দৃশ্য; **মায়া**—মোহাত্মিকা মায়া শক্তি; **আত্মবাদে**—যখন পারমার্থিক জিজ্ঞাসা সম্পাদিত হয়; **অসকৃৎ**—অবিরাম; **আত্ম-বাদিভিঃ**—আত্মতত্ত্ব-বিজ্ঞান যারা বর্ণনা করেন; **ন**—না; **যৎ**—যাতে; **বিবাদঃ**—জড়বাদী বিতর্ক; **বিবিধঃ**—বিবিধরূপ গ্রহণ করে; **তৎ-আশ্রয়ঃ**—সেই মায়াতে আশ্রিত; **মনঃ**—মন; **চ**—এবং; **সংকল্প**—সংকল্প; **বিকল্প**—এবং সন্দেহ; **বৃত্তি**—যার কার্যাবলী; **যৎ**—যাতে; **ন**—না; **যত্র**—যাতে; **সৃজ্যম্**—জড় জগতের সৃষ্ট বস্তুসমূহ; **সৃজতা**—তাদের কারণের সঙ্গে; **উভয়োঃ**—উভয়ের দ্বারা; **পরম্**—লব্ধ; **শ্রেয়ঃ**—শ্রেয় লাভ; **চ**—এবং; **জীবঃ**—জীব; **ত্রিভিঃ**—তিন প্রকার (জড়া প্রকৃতির গুণ); **অন্বিতঃ**—যুক্ত; **তু**—বস্তুত; **অহম্**—অহংকার (দ্বারা আবদ্ধ); **তৎ এতৎ**—তা বাস্তবিকই; **উৎসাদিত**—বর্জন করে;

বাধ্য—বাধাপ্রাপ্ত (দেহবদ্ধ জীবগণ); **বাধকম্**—বাধাসৃষ্টি কারী (জড়া প্রকৃতির গুণসমূহ); **নিষিধ্য**—নিষেধ করে; **চ**—এবং; **ঊর্মীন্**—(অহংকার প্রভৃতির) ঢেউ; **বিরমেত**—বিশেষ আনন্দ লাভ করা উচিত; **তৎ**—তাতে; **মুনিঃ**—মুনি।

অনুবাদ

কিন্তু এক পরম তত্ত্ব রয়েছে যেখানে মায়াদেবী "আমি এই ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারব, কেননা সে কপট"—এরকম চিন্তা করে নির্ভয়ে তার আধিপত্য স্থাপন করতে পারে না। সেই পরম তত্ত্বে মোহাত্মিকা বিতর্কবহুল দর্শনের কোনও স্থান নেই। বরং পারমার্থিক বিজ্ঞানের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু যথার্থ শিক্ষার্থীগণ সেখানে অবিরাম প্রামাণিক ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় নিযুক্ত হয়। সেই পরম তত্ত্বে সংকল্প এবং বিকল্প ধর্মী জড় মনের কোনও প্রকাশ নেই। সৃষ্ট জড় বস্তু সমূহ, তাদের সূক্ষ্ম কারণ সমূহ এবং তাদের প্রয়োগে লব্ধ ভোগরূপ যে লক্ষ্য—সেগুলিও সেখানে নেই। অধিকন্তু সেই পরম তত্ত্বে অহংকার এবং জড়া প্রকৃতির তিন গুণে আচ্ছাদিত বদ্ধ আত্মাও নেই। সেই পরম তত্ত্ব সমস্ত সীমিত বা সীমা নির্ধারণকারী বিষয়কে বর্জন করে। বিজ্ঞগণের কর্তব্য জড় জীবনের তরঙ্গকে রোধ করে সেই পরম সত্যে রমণ করা।

তাৎপর্য

যারা ভগবানের আইন অমান্য করে, যারা প্রতারক বা কপট, ভগবানের মায়াশক্তি মুক্তভাবে সেই সমস্ত ব্যক্তিদের উপর তাঁর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। পরমেশ্বর ভগবান যেহেতু সমস্ত জড় গুণ থেকে মুক্ত, স্বয়ং মায়াদেবীও তাঁর সম্মুখে ভীত হয়ে পড়েন। যে কথা ব্রহ্মা বলেছেন, তা হচ্ছে *(বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া)*—"সরাসরি পরমেশ্বরের সম্মুখীন হতে মায়াদেবী লজ্জাবোধ করেন।"

পারমার্থিক তত্ত্বের জগতে অর্থহীন পাণ্ডিত্যমূলক কলহের কোনও স্থানই নেই। যেমন, *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৬/৪/৩১) বলা হয়েছে,

যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ
বিবাদসংবাদভুবো ভবন্তি ।
কুর্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং
তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায় ভূম্নে ॥

"অসীম চিন্ময়গুণের আধার সর্ব ব্যাপক পরমেশ্বর ভগবানকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। বিভিন্ন মতবাদের প্রবর্তক সমস্ত দার্শনিকদের অন্তরের অন্তস্থলে কার্য করে তিনি তাদের আত্মবিস্মৃতি সৃষ্টি করেছেন, যে অবস্থায় কখনো

কখনো তারা নিজেদের মধ্যে একমত পোষণ করে, কখনো বা ভিন্নমত পোষণ করে। এইভাবে তিনি এই জড় জগতে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন যে তারা কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারে না। আমি তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি।"

শ্লোক ৩২

পরং পদং বৈষ্ণবমামনন্তি তদ্
যন্নেতি নেতীত্যতদুৎসিসৃক্ষবঃ ।
বিসৃজ্য দৌরাত্ম্যমনন্যসৌহৃদা
হৃদোপগুহ্যাবসিতং সমাহিতৈঃ ॥ ৩২ ॥

পরম্—পরম; **পদম্**—পদ; **বৈষ্ণবম্**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **আমনন্তি**—নিযুক্ত হয়; **তৎ**—তা; **যৎ**—যা; **ন ইতি ন ইতি**—"এটি নয়, এটি নয়"; **ইতি**—এইভাবে বিশ্লেষণ করে; **অতৎ**—বাহ্য সমস্ত কিছু; **উৎসিসৃক্ষবঃ**—পরিত্যাগ করতে আকাঙ্ক্ষী; **বিসৃজ্য**—পরিত্যাগ করে; **দৌরাত্ম্যম্**—তুচ্ছ জড়বাদ; **অনন্য**—অন্যত্র স্থাপন না করে; **সৌহৃদাঃ**—তাদের সহৃদয়তা; **হৃদা**—তাদের হৃদয়ে; **উপগুহ্য**—তাঁকে আলিঙ্গন করে; **অবসিতম্**—ধৃত; **সমাহিতৈঃ**—যাঁরা তাঁর ধ্যানে সমাহিত, তাদের দ্বারা।

অনুবাদ

মূলত অবাস্তব বিষয়কে পরিত্যাগ করতে আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ সুনিয়ন্ত্রিতভাবে 'নেতি নেতি' বিচারের দ্বারা বাহ্য বিষয় পরিত্যাগ করে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পরম পদে প্রপত্তি করেন। তুচ্ছ জড়বাদ বর্জন করে, তাঁরা তাঁদের অন্তরে সেই পরম সত্যের প্রতি তাদের প্রেম অর্পণ করেন এবং সমাহিত চিত্তে সেই পরম সত্যকে আলিঙ্গন করেন।

তাৎপর্য

'যন্নেতি নেতীত্যতদুৎসিসৃক্ষবঃ' কথাটি নেতি নেতি বিচারের পন্থাকে ইঙ্গিত করছে যার দ্বারা মানুষ সার সত্যের অনুসন্ধানে নিযুক্ত হয় এবং সেই পরম সত্য সুসংবদ্ধভাবে সমস্ত বাহ্য এবং আপেক্ষিক বিষয় সমূহকে বর্জন করে। সমস্ত বিশ্বজুড়ে মানুষ রাজনৈতিক, সামাজিক, এমন কি ধর্মীয় সত্যের পরম প্রামাণিকতাকেও ক্রমে ক্রমে বর্জন করেছে, কিন্তু যেহেতু কৃষ্ণভাবনামৃত সম্পর্কে তাদের কোনও জ্ঞান নেই, তাই তারা বিভ্রান্ত এবং নিন্দুক রূপেই থেকে যায়। সে যাই হোক, এখানে যে কথা সুস্পষ্টভাবে বলা হল তা হচ্ছে, *পরং পদং বৈষ্ণবম্ আমনন্তি* তৎ। যারা

বাস্তবিকপক্ষে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান লাভের প্রত্যাশা করেন, তাদের শুধু অসার বিষয় ত্যাগ করলেই চলবে না, তাদের অবশ্যই চরমে সার চিন্ময় তত্ত্বকে উপলব্ধি করতে হবে যাকে এখানে *পরং পদং বৈষ্ণবম্* অর্থাৎ পরম গন্তব্য শ্রীবিষ্ণুর ধাম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। *পদম্* বলতে পরমেশ্বর ভগবানের পদ এবং ধাম উভয়কেই বুঝিয়ে থাকে, যা শুধু মাত্র তাঁদের দ্বারাই উপলব্ধ হতে পারে যাঁরা ভগবানের প্রতি অনন্য *সৌহৃদম্* তথা একান্ত প্রেম লাভ করেছেন এবং তুচ্ছ জড়বাদকে বর্জন করেছেন। সেই একান্ত প্রেম কোন সঙ্কীর্ণ মানসিকতা বা সাম্প্রদায়িকতা নয়, কেননা কেউ যখন পরম তত্ত্বের প্রত্যক্ষ সেবা করেন তখন ভগবানেরই অভ্যন্তরস্থ হওয়ার ফলে স্বতস্ফূর্তভাবেই অন্যান্য সমস্ত জীবেরও সেবা হয়ে যায়। ভগবানের প্রতি এবং সমস্ত জীবের প্রতি সর্বোচ্চ সেবা দান করার এই পন্থাই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃতের বিজ্ঞান, যা সমগ্র *শ্রীমদ্ভাগবতে* শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ৩৩

ত এতদধিগচ্ছন্তি বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্ ।
অহং মমেতি দৌর্জন্যং ন যেষাং দেহগেহজম্ ॥ ৩৩ ॥

তে—তারা; **এতৎ**—এই; **অধিগচ্ছন্তি**—জানতে পারে; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **যৎ**—যা; **পরমম্**—পরম; **পদম্**—ব্যক্তিগত স্থিতি; **অহম্**—আমি; **মম**—আমার; **ইতি**—এইরূপে; **দৌর্জন্যম্**—লাম্পট্য; **ন**—না; **যেষাম্**—যাদের জন্য; **দেহ**—দেহ; **গেহ**—গৃহ; **জম্**—ভিত্তি করে।

অনুবাদ

সেই প্রকার ভক্তগণ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দিব্য পরম পদ উপলব্ধি করতে পারেন কারণ তাঁরা গৃহ এবং দেহ ভিত্তিক 'আমি' 'আমার' বোধের দ্বারা আর কলুষিত হন না।

শ্লোক ৩৪

অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন ।
ন চেমং দেহমাশ্রিত্য বৈরং কুর্বীত কেনচিৎ ॥ ৩৪ ॥

অতি-বাদান্—অপমানজনক কথা; **তিতিক্ষেত**—সহ্য করা উচিত; **ন**—কখনই না; **অবমন্যেত**—অবমাননা করা উচিত; **কঞ্চন**—যে কেউ; **ন চ**—নয়; **ইমম্**—এই; **দেহম্**—জড় দেহ; **আশ্রিত্য**—আশ্রয় করে; **বৈরম্**—বৈরিতা; **কুর্বীত**—থাকা উচিত; **কেনচিৎ**—যে কোন ব্যক্তির সঙ্গে।

অনুবাদ

মানুষের কর্তব্য সমস্ত অবমাননা সহ্য করা এবং যে কোন ব্যক্তিকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনে কখনোই ব্যর্থ না হওয়া। এই জড় দেহ আশ্রয় করে কারও সঙ্গেই বৈরিতা সৃষ্টি করা উচিত নয়।

শ্লোক ৩৫

নমো ভগবতে তস্মৈ কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে ।
যৎপাদাম্বুরুহধ্যানাৎ সংহিতামধ্যগামিমাম্ ॥ ৩৫ ॥

নমঃ—প্রণতি; **ভগবতে**—পরমেশ্বর ভগবান; **তস্মৈ**—তাঁকে; **কৃষ্ণায়**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে; **অকুণ্ঠ-মেধসে**—যাঁর শক্তি কখনই কুণ্ঠিত হয় না; **যৎ**—যাঁর; **পাদ-অম্বু-রুহ**—চরণ কমলে; **ধ্যানাৎ**—ধ্যানের দ্বারা; **সংহিতাম্**—শাস্ত্র; **অধ্যগাম্**—অধিগত হয়েছি; **ইমাম্**—এই ভাগবতী।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান অজেয় শ্রীকৃষ্ণকে আমি আমার দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করি। শুধুমাত্র তাঁর চরণকমলের ধ্যান করেই আমি এই মহান ভাগবতী সংহিতা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছি।

শ্লোক ৩৬

শ্রীশৌনক উবাচ

পৈলাদিভির্ব্যাসশিষ্যৈর্বেদাচার্যৈর্মহাত্মভিঃ ।
বেদাশ্চ কথিতা ব্যস্তা এতৎ সৌম্যাভিধেহি নঃ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীশৌনকঃ উবাচ—শ্রীশৌনক ঋষি বললেন; **পৈল-আদিভিঃ**—পৈল এবং অন্য সকলে; **ব্যাস-শিষ্যৈঃ**—শ্রীল ব্যাসদেবের শিষ্য সমূহ; **বেদ-আচার্যৈঃ**—বেদাচার্যগণ; **মহা-আত্মভিঃ**—মহাত্মাগণ; **বেদাঃ**—বেদসমূহ; **চ**—এবং; **কথিতাঃ**—কথিত; **ব্যস্তাঃ**—বিভক্ত করেছিলেন; **এতৎ**—এই; **সৌম্য**—হে বিনম্র সূত গোস্বামী; **অভিধেহি**—অনুগ্রহ করে বর্ণনা করুন; **নঃ**—আমাদেরকে।

অনুবাদ

শৌনক ঋষি বললেন—হে সৌম্য সূত গোস্বামী, পৈল এবং শ্রীল ব্যাসদেবের অন্যান্য মহান শিষ্যগণ যাঁরা বৈদিক জ্ঞানের আচার্য রূপে পরিচিত, তাঁরা কিভাবে বেদ বর্ণন এবং সম্পাদন করেছিলেন, সে সম্পর্কে আমাদের বলুন।

শ্লোক ৩৭

সূত উবাচ

সমাহিতাত্মনো ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ ।
হৃদ্যাকাশাদভূন্নাদো বৃত্তিরোধাদ্বিভাব্যতে ॥ ৩৭ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **সমাহিত-আত্মনঃ**—যাঁর মন সমাহিত; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ (শৌনক); **ব্রহ্মণঃ**—ব্রহ্মার; **পরমে-ষ্ঠিনঃ**—সব চেয়ে উন্নত জীব; **হৃদি**—হৃদয়ে; **আকাশাৎ**—আকাশ থেকে; **অভূৎ**—উত্থিত হয়েছিল; **নাদঃ**—দিব্য এবং সূক্ষ্ম শব্দ; **বৃত্তি-রোধাৎ**—(কর্ণের) বৃত্তি রোধ করে; **বিভাব্যতে**—উপলব্ধ হয়।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন—হে ব্রাহ্মণ, প্রথমে পারমার্থিক উপলব্ধিতে পূর্ণরূপে সমাহিত মনা পরমেষ্ঠি ব্রহ্মার হৃদয়াকাশ থেকে দিব্য শব্দের সূক্ষ্ম তরঙ্গ উত্থিত হয়েছিল। কোন মানুষ যখন বাহ্য শ্রবণকে রোধ করে, তখন সে সেই সূক্ষ্ম তরঙ্গ অনুভব করতে পারে।

তাৎপর্য

যেহেতু *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে পরম বৈদিক গ্রন্থ, শৌনক প্রমুখ ঋষিগণ তার উৎস সম্পর্কে অনুসন্ধান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৮

যদুপাসনয়া ব্রহ্মন্ যোগিনো মলমাত্মনঃ ।
দ্রব্যক্রিয়াকারকাখ্যং ধূত্বা যান্ত্যপুনর্ভবম্ ॥ ৩৮ ॥

যৎ—যার (বেদের সূক্ষ্মরূপ); **উপাসনয়া**—উপাসনার দ্বারা; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **যোগিনঃ**—যোগিগণ; **মলম্**—কলুষতা; **আত্মনঃ**—হৃদয়ের; **দ্রব্য**—দ্রব্য; **ক্রিয়া**—ক্রিয়া; **কারক**—এবং অনুষ্ঠানকারী; **আখ্যম্**—এইরূপে আখ্যায়িত; **ধূত্বা**—ধৌত করে; **যান্তি**—তারা লাভ করে; **অপুনঃ-ভবম্**—পুনর্জন্ম থেকে মুক্তি।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ, বেদের এই সূক্ষ্মরূপের আরাধনা করে যোগিগণ দ্রব্য, ক্রিয়া এবং কারকের কলুষ থেকে উদ্ভূত তাদের হৃদয়ের সমস্ত ময়লা ধৌত করেন এবং এইভাবে তারা জন্ম-মৃত্যুর পুনরাবৃত্তি থেকে মুক্তি লাভ করেন।

শ্লোক ৩৯

ততোঽভূত্রিবৃদোঙ্কারো যোঽব্যক্তপ্রভবঃ স্বরাট্ ।
যত্তল্লিঙ্গং ভগবতো ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ ॥ ৩৯ ॥

ততঃ—সেই থেকে; **অভূৎ**—উৎপন্ন হয়েছিল; **ত্রি-বৃৎ**—তিন প্রকার; **ওঙ্কারঃ**—অক্ষর ওঁ; **যঃ**—যা; **অব্যক্ত**—ব্যক্ত নয়; **প্রভবঃ**—এর প্রভাব; **স্ব-রাট্**—স্ব-প্রকাশ; **যৎ**—যা; **তৎ**—তা; **লিঙ্গম্**—প্রতিভূ; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **ব্রহ্মণঃ**—নিরাকার ব্রহ্মরূপে পরম সত্যের; **পরম-আত্মনঃ**—এবং পরমাত্মার।

অনুবাদ

সেই সূক্ষ্ম এবং দিব্য শব্দ তরঙ্গ থেকে তিনটি শব্দ বিশিষ্ট ওঁকার উত্থিত হল। এই ওঁ কারের অব্যক্ত শক্তি রয়েছে এবং তা বিশুদ্ধ হৃদয়ে স্বতই প্রকাশিত হয়। এই ওঁকার হচ্ছে পরম সত্যের তিনটি স্তর—নিরাকার ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং পরমেশ্বর ভগবান—এই সকলেরই প্রতিভূ।

শ্লোক ৪০-৪১

শৃণোতি য ইমং স্ফোটং সুপ্তশ্রোত্রে চ শূন্যদৃক্ ।
যেন বাগ্ব্যজ্যতে যস্য ব্যক্তিরাকাশ আত্মনঃ ॥ ৪০ ॥
স্বধাম্নো ব্রহ্মণঃ সাক্ষাদ্বাচকঃ পরমাত্মনঃ ।
স সর্বমন্ত্রোপনিষদ্বেদবীজং সনাতনম্ ॥ ৪১ ॥

শৃণোতি—শ্রবণ করে; **যঃ**—যিনি; **ইমম্**—এই; **স্ফোটম্**—অব্যক্ত এবং নিত্য সূক্ষ্ম শব্দ; **সুপ্ত-শ্রোত্রে**—যখন শ্রবণেন্দ্রিয় সুপ্ত থাকে; **চ**—এবং; **শূন্য-দৃক্**—জড় দৃষ্টি এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া থেকে মুক্ত; **যেন**—যার দ্বারা; **বাক্**—বৈদিক শব্দের বিস্তৃতি; **ব্যজ্যতে**—সম্প্রসারিত; **যস্য**—যার; **ব্যক্তিঃ**—প্রকাশ; **আকাশে**—(হৃদয়ের) আকাশে; **আত্মনঃ**—আত্মার থেকে; **স্ব-ধাম্নঃ**—যিনি তাঁর নিজেরই উৎস; **ব্রহ্মণঃ**—পরম সত্যের; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎভাবে; **বাচকঃ**—উপাধি বাচক শব্দ; **পরম-আত্মনঃ**—পরমাত্মার; **সঃ**—সেই; **সর্ব**—সকলের; **মন্ত্র**—বৈদিক মন্ত্র; **উপনিষৎ**—গুহ্য তত্ত্ব; **বেদ**—বেদের; **বীজম্**—বীজ; **সনাতনম্**—নিত্য।

অনুবাদ

পরম স্তরে অজড় এবং অব্যক্ত এই ওঁকার জড়কর্ণ ও অন্যান্য জড় ইন্দ্রিয় রহিত পরমাত্মা কর্তৃক শ্রুত হয়। সমগ্র বৈদিক জ্ঞানের বিস্তৃতিই হচ্ছে হৃদয়াকাশে আত্মা থেকে প্রকাশিত এই ওঁকারেরই সম্প্রসারিত রূপ। এই হচ্ছে স্বতঃ উৎসারিত

পরম সত্য তথা পরমাত্মার প্রত্যক্ষ উপাধি এবং সমস্ত বৈদিক মন্ত্রের গুহ্য সার এবং নিত্য বীজ স্বরূপ।

তাৎপর্য

একজন নিদ্রিত ব্যক্তি জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত তার ইন্দ্রিয়গুলি কার্যশীল হয় না। তাই কোনও নিদ্রিত ব্যক্তি যখন কোনও শব্দ শুনে জাগ্রত হয়, কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারে "শব্দটি কে শুনল?" এই শ্লোকের *সুপ্ত-শ্রোতে* কথাটি ইঙ্গিত করে যে হৃদয়ে স্থিত পরমাত্মা এই শব্দ শ্রবণ করে নিদ্রিত জীবকে জাগিয়ে দেন। ভগবানের ইন্দ্রিয়গুলি সর্বদাই উৎকৃষ্টতর স্তর থেকে কার্য করে। পরম স্তরে, সমস্ত শব্দই আকাশে তরঙ্গায়িত হয় এবং বৈদিক শব্দ তরঙ্গ ঝংকৃত হওয়ার উদ্দেশ্যে হৃদয়ের অন্তস্তলেও এক প্রকার আকাশ রয়েছে। সমস্ত বৈদিক শব্দের উৎস বা বীজ হচ্ছে ওঁকার। *ওঁ ইতি এতদ্ ব্রহ্মণো নেদিষ্ঠং নাম*—এই বৈদিক মন্ত্রে একথা প্রতিপন্ন হয়েছে। বৈদিক বীজ মন্ত্রের সম্পূর্ণ সম্প্রসারিত রূপ হচ্ছে সর্বোত্তম বৈদিক গ্রন্থ *শ্রীমদ্ভাগবত*।

শ্লোক ৪২

তস্য হ্যাসংস্ত্রয়ো বর্ণা অকারাদ্যা ভৃগূদ্বহ ।
ধার্যন্তে যৈস্ত্রয়ো ভাবা গুণানামর্থবৃত্তয়ঃ ॥ ৪২ ॥

তস্য—সেই ওঁকারের; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **আসন্**—সৃষ্টি হয়েছিল; **ত্রয়ঃ**—তিন; **বর্ণাঃ**—বর্ণ; **অ-কার-আদ্যাঃ**—অ-বর্ণ দিয়ে শুরু; **ভৃগু-উদ্বহ**—হে ভৃগু-বংশোদ্ভূত শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি; **ধার্যন্তে**—ধৃত হয়; **যৈঃ**—যে তিনটি শব্দের দ্বারা; **ত্রয়ঃ**—তিন প্রকার; **ভাবাঃ**—অস্তিত্বের অবস্থা; **গুণ**—প্রকৃতির গুণ; **নাম**—নাম সমূহ; **অর্থ**—লক্ষ্য; **বৃত্তয়ঃ**—চেতনার বৃত্তি।

অনুবাদ

ওঁকার অ, উ এবং ম এই তিনটি আদি বর্ণকে প্রকাশ করেছিল। হে ভৃগুশ্রেষ্ঠ, এই তিনটি বর্ণ জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণসহ সমগ্র জড় অস্তিত্বের ভিন্ন ভিন্ন তিনটি ভাব, ঋক্, যজুঃ এবং সাম বেদের নামসমূহ, ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বঃ রূপে পরিচিত গন্তব্যসমূহ এবং জাগ্রত, নিদ্রিত ও সুষুপ্তিরূপে চেতনার তিনটি সক্রিয় স্তরকে ধারণ করে।

শ্লোক ৪৩

ততোঽক্ষরসমাম্নায়মসৃজদ্ভগবানজঃ ।
অন্তস্থোষ্মস্বরস্পর্শহ্রস্বদীর্ঘাদিলক্ষণম্ ॥ ৪৩ ॥

ততঃ—সেই ওঁকার থেকে; **অক্ষর**—বিভিন্ন শব্দের; **সমাম্নায়ম্**—সমগ্র সংগ্রহ; **অসৃজৎ**—সৃষ্টি করেছিলেন; **ভগবান্**—শক্তিশালী দেবতা; **অজঃ**—জন্মরহিত ব্রহ্মা; **অন্ত-স্থ**—অন্তস্থ বর্ণ রূপে; **উষ্ম**—উষ্মবর্ণ; **স্বর**—স্বরবর্ণ; **স্পর্শ**—এবং স্পর্শ ব্যঞ্জন; **হ্রস্ব-দীর্ঘ**—হ্রস্ব দীর্ঘ রূপে; **আদি**—ইত্যাদি; **লক্ষণম্**—লক্ষণযুক্ত।

অনুবাদ

সেই ওঁকার থেকে ব্রহ্মা স্বর, ব্যঞ্জন, অন্তস্থ বর্ণ, উষ্ম বর্ণ এবং অন্যান্য সকল বর্ণসমূহ হ্রস্ব ও দীর্ঘ ভেদে সৃষ্টি করেছিলেন।

শ্লোক ৪৪

তেনাসৌ চতুরো বেদাংশ্চতুর্ভির্বদনৈর্বিভুঃ ।
সব্যাহৃতিকান্ সোঙ্কারাংশ্চাতুর্হোত্রবিবক্ষয়া ॥ ৪৪ ॥

তেন—সেই শব্দ সমষ্টির দ্বারা; **অসৌ**—তিনি; **চতুরঃ**—চার; **বেদান্**—বেদসমূহ; **চতুর্ভিঃ**—চার (মুখ থেকে); **বদনৈঃ**—মুখ; **বিভুঃ**—সর্বশক্তিমান; **স-ব্যাহৃতিকান্**—ব্যাহৃতি সহ (ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ এবং সত্য আদি সপ্ত লোকের নামের আবাহন); **স-ওঁকারান্**—ওঁ বীজ সংযোগে; **চতুঃ-হোত্র**—চারি বেদের পুরোহিতগণ কর্তৃক সম্পাদিত চার প্রকার যজ্ঞ; **বিবক্ষয়া**—বর্ণনা করার ইচ্ছায়।

অনুবাদ

বিভু ব্রহ্মা এই সমস্ত শব্দের সংযোগে তাঁর চারিটি মুখ থেকে ওঁকার সহ চারিটি বেদ এবং সপ্ত ব্যহৃতি আবাহন উৎপন্ন করলেন। চারি বেদের পুরোহিতদের দ্বারা সম্পাদিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান অনুসারে বৈদিক যজ্ঞের প্রবর্তন করাই ছিল তাঁর অভিপ্রায়।

শ্লোক ৪৫

পুত্রানধ্যাপয়ৎ তাংস্তু ব্রহ্মর্ষীন্ ব্রহ্মকোবিদান্ ।
তে তু ধর্মোপদেষ্টারঃ স্বপুত্রেভ্যঃ সমাদিশন্ ॥ ৪৫ ॥

পুত্রান্—তাঁর পুত্রগণকে; **অধ্যাপয়ৎ**—তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন; **তান্**—ঐ সকল বেদের; **তু**—কিন্তু; **ব্রহ্ম-ঋষীন্**—ব্রহ্মর্ষিদের; **ব্রহ্ম**—বৈদিক আবৃত্তি শিল্পে; **কোবিদান্**—অত্যন্ত পারদর্শী; **তে**—তারা; **তু**—অধিকন্তু; **ধর্ম**—ধর্মীয় অনুষ্ঠানে; **উপদেষ্টারঃ**—উপদেষ্টা; **স্ব-পুত্রেভ্যঃ**—তাদের নিজেদের পুত্রগণকে; **সমাদিশন্**—প্রদান করেছিলেন।

অনুবাদ

ব্রহ্মা বৈদিক আবৃত্তি শাস্ত্রে পারদর্শী পুত্রগণকে এই বৈদিক জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলেন। পরবর্তী কালে তাঁরাই আচার্যের ভূমিকা নিয়ে তাঁদের স্বীয় পুত্রগণকে এই বেদ প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ৪৬

তে পরম্পরয়া প্রাপ্তাস্তত্তচ্ছিষ্যৈর্ধৃতব্রতৈঃ ।
চতুর্যুগেষ্বথ ব্যস্তা দ্বাপরাদৌ মহর্ষিভিঃ ॥ ৪৬ ॥

তে—এই সকল বেদ; পরম্পরয়া—ধারাবাহিক গুরু পরম্পরার মাধ্যমে; প্রাপ্তাঃ—প্রাপ্ত; তৎতৎ—প্রতিটি পরবর্তী বংশের; শিষ্যৈঃ—শিষ্যের দ্বারা; ধৃত-ব্রতৈঃ—দৃঢ়ব্রত; চতুঃযুগেষু—চার যুগ ধরে; অথ—তারপর; ব্যস্তাঃ—বিভক্ত করা হয়েছিল; দ্বাপর-আদৌ—দ্বাপর যুগের শেষভাগে; মহা-ঋষিভিঃ—মহান ঋষিদের দ্বারা।

অনুবাদ

এইভাবে, চক্রাকারে আবর্তিত চারিটি যুগ ধরে পারমার্থিক জীবনে দৃঢ়ব্রত ব্যক্তিগণ বংশানুক্রমে গুরুপরম্পরার ধারায় এই সকল বেদ লাভ করেছিলেন। প্রতিটি দ্বাপর যুগের শেষভাগে মহান ঋষিগণ এই বেদকে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে সম্পাদন করেন।

শ্লোক ৪৭

ক্ষীণায়ুষঃ ক্ষীণসত্ত্বান্ দুর্মেধান্ বীক্ষ্য কালতঃ ।
বেদান্ ব্রহ্মর্ষয়ো ব্যস্যন্ হৃদিস্থাচ্যুতচোদিতাঃ ॥ ৪৭ ॥

ক্ষীণ-আয়ুষঃ—ক্ষীণ আয়ু; ক্ষীণ-সত্ত্বান্—ক্ষীণ বল; দুর্মেধান্—অল্প মেধার; বীক্ষ্য—দর্শন করে; কালতঃ—কালের প্রভাবে; বেদান্—বেদ সকল; ব্রহ্ম-ঋষয়ঃ—ব্রহ্মর্ষিগণ; ব্যস্যন্—বিভক্ত করেছিলেন; হৃদি-স্থ—তাঁদের হৃদয়ে অবস্থান করে; অচ্যুত—অচ্যুত ভগবানের দ্বারা; চোদিতাঃ—অনুপ্রাণিত।

অনুবাদ

কালের প্রভাবে ক্ষীণবল, ক্ষীণআয়ু এবং ক্ষীণমেধা সম্পন্ন মানুষদের দেখে মহান ঋষিগণ তাঁদের হৃদয়ে অবস্থিত পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে, সুসংবদ্ধভাবে বেদকে বিভক্ত করেছিলেন।

শ্লোক ৪৮-৪৯

অস্মিন্নপ্যন্তরে ব্রহ্মন্ ভগবান্ লোকভাবনঃ ।
ব্রহ্মেশাদ্যৈর্লোকপালৈর্যাচিতো ধর্মগুপ্তয়ে ॥ ৪৮ ॥
পরাশরাৎ সত্যবত্যামংশাংশকলয়া বিভুঃ ।
অবতীর্ণো মহাভাগ বেদং চক্রে চতুর্বিধম্ ॥ ৪৯ ॥

অস্মিন্—এই; **অপি**—ও; **অন্তরে**—মন্বন্তরে; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ (শৌনক); **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **লোক**—ব্রহ্মাণ্ডের; **ভাবনঃ**—রক্ষাকর্তা; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্মার দ্বারা; **ঈশ**—শিব; **আদ্যৈঃ**—অন্যেরা; **লোক-পালৈঃ**—বিভিন্ন লোকপালগণ; **যাচিতঃ**—প্রার্থিত; **ধর্ম-গুপ্তয়ে**—ধর্ম রক্ষার জন্য; **পরাশরাৎ**—পরাশর মুনির দ্বারা; **সত্যবত্যাম্**—সত্যবতীর গর্ভে; **অংশ**—তাঁর স্বাংশ প্রকাশ (সঙ্কর্ষণ); **অংশ**—অংশ বিস্তারের (বিষ্ণু); **কলয়া**—অংশ কলা রূপে; **বিভুঃ**—ভগবান; **অবতীর্ণঃ**—অবতীর্ণ; **মহা-ভাগ**—হে মহা ভাগ্যবান; **বেদম্**—বেদ; **চক্রে**—তৈরি করেছিলেন; **চতুঃ-বিধম্**—চার অংশে।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ, বর্তমান এই বৈবস্বত মন্বন্তরে, শিব, ব্রহ্মা প্রমুখ ব্রহ্মাণ্ডের নেতৃবর্গ সমস্ত জগতের রক্ষাকর্তা পরমেশ্বর ভগবানকে ধর্মরক্ষার জন্য প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। হে মহাভাগ শৌনক, সর্বশক্তিমান ভগবান তখন তাঁর অংশাংশ কলার দিব্য স্ফুলিঙ্গ প্রদর্শন করে সত্যবতীর গর্ভে পরাশর মুনির পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই রূপে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস আবির্ভূত হয়ে একটি বেদকে চারভাগে বিভক্ত করেছিলেন।

শ্লোক ৫০

ঋগথর্বযজুঃসাম্নাং রাশীরুদ্ধৃত্য বর্গশঃ ।
চতস্রঃ সংহিতাশ্চক্রে মন্ত্রৈর্মণিগণা ইব ॥ ৫০ ॥

ঋক্-অথর্ব-যজুঃ-সাম্নাম্—ঋগ্, অথর্ব, যজুঃ এবং সামবেদের; **রাশি**—(মন্ত্রের) রাশি; **উদ্ধৃত্য**—উদ্ধৃত করে; **বর্গশঃ**—বিশিষ্ট বর্গে; **চতস্রঃ**—চার; **সংহিতাঃ**—সংগ্রহ; **চক্রে**—করেছিলেন; **মন্ত্রৈঃ**—মন্ত্রের দ্বারা; **মণি-গণাঃ**—মণিসমূহ; **ইব**—ঠিক যেন।

অনুবাদ

মানুষ যেমন রত্ন সংগ্রহ থেকে বিভিন্ন বর্গের রত্নকে বাছাই করে স্তূপীকৃত করে, ঠিক তেমনি শ্রীল ব্যাসদেব ঋগ্, অথর্ব, যজুঃ এবং সামবেদের মন্ত্র সমূহকে চারভাগে বিভক্ত করেছিলেন। এইভাবে তিনি চারটি স্বতন্ত্র বেদ রচনা করেছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা যখন প্রথমে তাঁর চারটি মুখ দিয়ে চারটি বেদ বলেছিলেন, তখন মন্ত্রগুলি এক বিচিত্র প্রকার অবিভক্ত রত্ন সংগ্রহের মতো একত্রে মিশ্রিত ছিল। শ্রীল ব্যাসদেব বৈদিক মন্ত্রগুলিকে চারভাগে (সংহিতা) বিভক্ত করেছিলেন যেগুলি এই রূপে ঋগ্, অথর্ব, যজুঃ এবং সামবেদ নামে পরিচিতি লাভ করেছিল।

শ্লোক ৫১

তাসাং স চতুরঃ শিষ্যানুপাহূয় মহামতিঃ ।
একৈকাং সংহিতাং ব্রহ্মন্নেকৈকস্মৈ দদৌ বিভুঃ ॥ ৫১ ॥

তাসাম্—সেই চার প্রকার সংগ্রহের; **সঃ**—তিনি; **চতুরঃ**—চার; **শিষ্যান্**—শিষ্যদের; **উপাহূয়**—নিকটে আহ্বান করে; **মহা-মতিঃ**—মহামতি ঋষি; **এক-একম্**—একের পর এক; **সংহিতাম্**—একটি সংগ্রহ; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **এক-একস্মৈ**—তাঁদের প্রত্যেককেই; **দদৌ**—দান করেছিলেন; **বিভুঃ**—শক্তিশালী ব্যাসদেব।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ, মহান শক্তিধর মহামতি ব্যাসদেব তাঁর চারজন শিষ্যকে আহ্বান করে তাঁদের প্রত্যেকের উপর এই চার সংহিতার একটি করে অর্পণ করেছিলেন।

শ্লোক ৫২-৫৩

পৈলায় সংহিতামাদ্যাং বহ্বৃচাখ্যামুবাচ হ ।
বৈশম্পায়নসংজ্ঞায় নিগদাখ্যং যজুর্গণম্ ॥ ৫২ ॥
সাম্নাং জৈমিনয়ে প্রাহ তথা ছন্দোগসংহিতাম্ ।
অথর্বাঙ্গিরসীং নাম স্বশিষ্যায় সুমন্তবে ॥ ৫৩ ॥

পৈলায়—পৈলকে; **সংহিতাম্**—সংগ্রহ; **আদ্যাম্**—প্রথম (ঋগ্‌বেদের); **বহ্বৃচ-আখ্যাম্**—বহ্বৃচ নামে; **উবাচ**—বলেছিলেন; **হ**—বাস্তবিকই; **বৈশম্পায়ন-সংজ্ঞায়**—বৈশম্পায়ন নামক ঋষিকে; **নিগদ-আখ্যম্**—নিগদ রূপে পরিচিত; **যজুঃ-গণম্**—যজুর্বেদের মন্ত্র সংগ্রহ; **সাম্নাম্**—সাম বেদের মন্ত্র সমূহ; **জৈমিনয়ে**—জৈমিনিকে; **প্রাহ**—তিনি বলেছিলেন; **তথা**—এবং; **ছন্দোগ-সংহিতাম্**—ছন্দোগ নামক সংহিতা; **অথর্ব-অঙ্গিরসীম্**—অথর্ব এবং অঙ্গিরা ঋষিকে ন্যস্ত বেদ; **নাম**—বস্তুতপক্ষে; **স্ব-শিষ্যায়**—তাঁর শিষ্যদের প্রতি; **সুমন্তবে**—সুমন্ত।

অনুবাদ

শ্রীল ব্যাসদেব পৈল ঋষিকে প্রথম সংহিতা ঋগ্‌বেদের শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং এই সংগ্রহকে বহ্‌বৃচ নামে আখ্যায়িত করেছিলেন। বৈশম্পায়ন ঋষিকে তিনি নিগদ নামক যজুর্বেদের মন্ত্রের সংহিতা সম্পর্কে উপদেশ করেছিলেন। জৈমিনিকে ছন্দোগ সংহিতা নামক সামবেদের মন্ত্র সমূহের শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং তাঁর প্রিয় শিষ্য সুমন্তুকে অথর্ব বেদ বলেছিলেন।

শ্লোক ৫৪-৫৬

পৈলঃ স্বসংহিতামূচে ইন্দ্রপ্রমিতয়ে মুনিঃ ।
বাষ্কলায় চ সোঽপ্যাহ শিষ্যেভ্যঃ সংহিতাং স্বকাম্ ॥ ৫৪ ॥
চতুর্ধা ব্যস্য বোধ্যায় যাজ্ঞবল্ক্যায় ভার্গব ।
পরাশরায়াগ্নিমিত্রে ইন্দ্রপ্রমিতিরাত্মবান্ ॥ ৫৫ ॥
অধ্যাপয়ৎ সংহিতাং স্বাং মাণ্ডুকেয়মৃষিং কবিম্ ।
তস্য শিষ্যো দেবমিত্রঃ সৌভর্যাদিভ্য উচিবান্ ॥ ৫৬ ॥

পৈলঃ—পৈল; **স্ব-সংহিতাম্**—তাঁর স্বীয় সংগ্রহ; **উচে**—বলেছিলেন; **ইন্দ্র-প্রমিতয়ে**—ইন্দ্র প্রমিতিকে; **মুনিঃ**—মুনি; **বাষ্কলায়**—বাষ্কলকে; **চ**—এবং; **সঃ**—তিনি (বাষ্কল); **অপি**—অধিকন্তু; **আহ**—বলেছিলেন; **শিষ্যেভ্যঃ**—তাঁর শিষ্যদের; **সংহিতাম্**—সংগ্রহ; **স্বকাম্**—স্বীয়; **চতুর্ধা**—চার অংশে; **ব্যস্য**—ভাগ করে; **বোধ্যায়**—বোধ্যকে; **যাজ্ঞবল্ক্যায়**—যাজ্ঞবল্ক্যকে; **ভার্গব**—হে ভার্গব (শৌনক); **পরাশরায়**—পরাশরকে; **অগ্নিমিত্রে**—অগ্নিমিত্রকে; **ইন্দ্রপ্রমিতিঃ**—ইন্দ্রপ্রমিতি; **আত্মবান্**—আত্ম-সংযত; **অধ্যাপয়াৎ**—শিক্ষা দিয়েছিলেন; **সংহিতাম্**—সংগ্রহ; **স্বাম্**—তাঁর; **মাণ্ডুকেয়ম্**—মাণ্ডুকেয়কে; **ঋষিম্**—ঋষি; **কবিম্**—পাণ্ডিত্যপূর্ণ; **তস্য**—তাঁর (মাণ্ডুকেয়); **শিষ্যঃ**—শিষ্য; **দেবমিত্রঃ**—দেবমিত্র; **সৌভরি-আদিভ্যঃ**—সৌভরি এবং অন্যদেরকে; **উচিবান্**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

তাঁর সংহিতাকে দুই ভাগে বিভক্ত করে প্রাজ্ঞ পৈল ঋষি ইন্দ্রপ্রমিতি এবং বাষ্কলকে তা বলেছিলেন। হে ভার্গব, বাষ্কল তাঁর সংহিতাকে আরও চারভাগে ভাগ করে সেগুলি তাঁর শিষ্য বোধ্য, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর এবং অগ্নিমিত্রকে উপদেশ করেছিলেন। আত্মসংযত ঋষি ইন্দ্রপ্রমিতি বিজ্ঞ যোগী মাণ্ডুকেয়কে তাঁর সংহিতা শিক্ষা দিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে যার শিষ্য দেবামৃত ঋগ্‌বেদের শাখা সমূহকে সৌভরি এবং অন্যান্যদের কাছে হস্তান্তরিত করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মত অনুসারে, মাণ্ডূকেয় ছিলেন ইন্দ্রপ্রমিতির পুত্র, যাঁর (ইন্দ্রপ্রমিতি) কাছ থেকে তিনি বৈদিক জ্ঞান লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ৫৭

শাকল্যস্তৎসুতঃ স্বাম্ত পঞ্চধা ব্যস্য সংহিতাম্ ।
বাৎস্যমুদ্‌গলশালীয়গোখল্যাশিশিরেষ্বধাৎ ॥ ৫৭ ॥

শাকল্যঃ—শাকল্য; **তৎ-সুতঃ**—মাণ্ডূকেয়ের পুত্র; **স্বাম্**—তার নিজের; **তু**—এবং; **পঞ্চধা**—পাঁচ ভাগে; **ব্যস্য**—ভাগ করে; **সংহিতাম্**—সংহিতা; **বাৎস্য-মুদ্‌গল-শালীয়**—বাৎস্য, মুদ্‌গল এবং শালীয়কে; **গোখল্য-শিশিরেষু**—গোখল্য এবং শিশিরকে; **অধাৎ**—দিয়েছিলেন।

অনুবাদ

মাণ্ডূকেয় ঋষির পুত্র শাকল্য স্বীয় সংহিতাকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছিলেন এবং বাৎস্য, মুদ্‌গল, শালীয়, গোখল্য এবং শিশির নামক শিষ্যদের প্রত্যেককে একটি করে উপশাখা অর্পণ করেছিলেন।

শ্লোক ৫৮

জাতূকর্ণ্যশ্চ তচ্ছিষ্যঃ সনিরুক্তাং স্বসংহিতাম্ ।
বলাকপৈলজাবালবিরজেভ্যো দদৌ মুনিঃ ॥ ৫৮ ॥

জাতূকর্ণ্যঃ—জাতূকর্ণ্য; **চ**—এবং; **তৎ-শিষ্যঃ**—শাকল্যের শিষ্য; **স-নিরুক্তম্**—দুর্বোধ্য শব্দের ব্যাখ্যা সমন্বিত পারিভাষিক অভিধান সংযোগে; **স্ব-সংহিতাম্**—তার দ্বারা প্রাপ্ত সংহিতা; **বলাক-পৈল-জাবাল-বিরজেভ্যঃ**—বলাক, পৈল, জাবাল এবং বিরজকে; **দদৌ**—দান করেছিলেন; **মুনিঃ**—মুনি।

অনুবাদ

ঋষি জাতূকর্ণ্যও শাকল্যের শিষ্য ছিলেন এবং শাকল্যের কাছ থেকে প্রাপ্ত সংহিতাকে তিনভাগে ভাগ করার পর, তিনি একটি চতুর্থ বিভাগ—একটি বৈদিক পরিভাষার অভিধান সংযুক্ত করেন। এই সকল অংশের প্রত্যেকটি অংশ তিনি—বলাক, দ্বিতীয় পৈল, জাবাল এবং বিরজ—তাঁর এই চার শিষ্যকে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৫৯

বাষ্কলিঃ প্রতিশাখাভ্যো বালখিল্যাখ্যসংহিতাম্ ।
চক্রে বালায়নির্ভজ্যঃ কাশারশ্চৈব তাং দধূঃ ॥ ৫৯ ॥

বাষ্কলিঃ—বাষ্কলের পুত্র বাষ্কলি; **প্রতি-শাখাভ্যঃ**—প্রত্যেকটি পৃথক শাখা থেকে; **বালখিল্য-আখ্য**—বালখিল্য নামে; **সংহিতাম্**—সংহিতা; **চক্রে**—তৈরি করেছিলেন; **বালায়নিঃ**—বালায়নি; **ভজ্যঃ**—ভজ্য; **কাশারঃ**—কাশার; **চ**—এবং; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **তাম্**—সেই; **দধূঃ**—স্বীকার করেছিলেন।

অনুবাদ

বাষ্কলি ঋগ্‌বেদের সমস্ত শাখা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে বালখিল্যসংহিতা রচনা করেছিলেন। বালায়নি, ভজ্য এবং কাশার এই সংহিতা প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মত অনুসারে বালায়নি, ভজ্য এবং কাশার দৈত্য সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

শ্লোক ৬০

বহ্বৃচাঃ সংহিতা হ্যেতা এর্ভির্ব্রহ্মর্ষিভির্ধৃতাঃ ।
শ্রুত্বৈতচ্ছন্দসাং ব্যাসং সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৬০ ॥

বহ্বৃ-ঋচাঃ—ঋগ্‌বেদের; **সংহিতাঃ**—সংগ্রহ; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **এতাঃ**—এই সকল; **এভিঃ**—এদের দ্বারা; **ব্রহ্ম-ঋষিভিঃ**—ব্রহ্মর্ষিগণ; **ধৃতাঃ**—গুরু পরম্পরার ধারায় ধৃত; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **এতৎ**—তাদের; **ছন্দসাম্**—পবিত্র শ্লোক সমূহের; **ব্যাসম্**—বিভাজনের পদ্ধতি; **সর্ব-পাপৈঃ**—সমস্ত পাপ থেকে; **প্রমুচ্যতে**—মুক্ত হয়।

অনুবাদ

এইরূপে এই সকল ব্রহ্মর্ষিগণ গুরু পরম্পরার ধারায় ঋগ্‌বেদের এই সকল বিভিন্ন সংহিতাকে সংরক্ষিত করেছিলেন। শুধু বৈদিক মন্ত্রের এই বিভাজন সম্পর্কিত বর্ণনা শ্রবণ করেই মানুষ সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হবে।

শ্লোক ৬১

বৈশম্পায়নশিষ্যা বৈ চরকাধ্বর্যবোঽভবন্ ।
যচ্চেরুর্ব্রহ্মহত্যাংহঃ ক্ষপণং স্বগুরোর্ব্রতম্ ॥ ৬১ ॥

বৈশম্পায়ন-শিষ্যাঃ—বৈশম্পায়নের শিষ্যগণ; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **চরক**—চরক নামে; **অধ্বর্যবঃ**—অথর্ব বেদের আপ্ত পুরুষ; **অভবন্**—হয়েছিলেন; **যৎ**—কারণ; **চেরুঃ**

—তারা সম্পাদিত করেছিলেন; **ব্রহ্ম-হত্যা**—ব্রাহ্মণকে হত্যা জনিত; **অংহঃ**—পাপের; **ক্ষপণম্**—প্রায়শ্চিত্ত; **স্ব-গুরোঃ**—তাদের স্বীয় গুরুর জন্য; **ব্রতম্**—ব্রত।

অনুবাদ

বৈশম্পায়নের শিষ্যগণ অথর্ব বেদের আপ্ত পুরুষে পরিণত হয়েছিলেন। ব্রহ্ম-হত্যা জনিত পাপ থেকে তাঁদের গুরুকে মুক্ত করার জন্য কঠোর ব্রত সম্পাদন করেছিলেন বলে তাঁরা চরক নামে খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ৬২

যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ তচ্ছিষ্য আহাহো ভগবন্ কিয়ৎ ।
চরিতেনাল্পসারাণাং চরিষ্যেঽহং সুদুশ্চরম্ ॥ ৬২ ॥

যাজ্ঞবল্ক্যঃ—যাজ্ঞবল্ক্য; **চ**—এবং; **তৎ-শিষ্যঃ**—বৈশম্পায়নের শিষ্য; **আহ**—বলেছিলেন; **অহো**—শুধু দেখ; **ভগবন্**—হে প্রভু; **কিয়ৎ**—কী মূল্য; **চরিতেন**—প্রচেষ্টায়; **অল্প-সারানাম্**—এই সকল দুর্বল ব্যক্তিদের; **চরিষ্যে**—সম্পাদন করব; **অহম্**—আমি; **সু-দুশ্চরম্**—যা সম্পাদন করা খুবই কঠিন।

অনুবাদ

একদা বৈশম্পায়নের এক শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য বলেছিলেন—হে প্রভু, আপনার এই সকল দুর্বল শিষ্যদের ক্ষীণ প্রচেষ্টা থেকে কতটুকু সুফল লাভ হবে? আমি ব্যক্তিগতভাবে কিছু সুদুষ্কর তপস্যার অনুষ্ঠান করব।

শ্লোক ৬৩

ইত্যুক্তো গুরুরপ্যাহ কুপিতো যাহ্যলং ত্বয়া ।
বিপ্রাবমন্ত্রা শিষ্যেণ মদধীতং ত্যজাশ্বিতি ॥ ৬৩ ॥

ইতি—এইরূপে; **উক্তঃ**—উক্ত হয়ে; **গুরুঃ**—তাঁর গুরু; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **আহ**—বলেছিলেন; **কুপিতঃ**—ক্রুদ্ধ; **যাহি**—চলে যাও; **অলম্**—যথেষ্ট হয়েছে; **ত্বয়া**—তোমার সঙ্গে; **বিপ্র-অবমন্ত্রা**—ব্রাহ্মণকে অবমাননাকারী; **শিষ্যেণ**—এই রকম শিষ্য; **মৎ-অধীতম্**—যা কিছু আমার দ্বারা অধীত হয়েছে; **ত্যজ**—ত্যাগ কর; **আশু**—এই মুহূর্তে; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

এইরূপে উক্ত হলে পর গুরু বৈশম্পায়ন ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন— এখান থেকে চলে যাও। হে বিপ্র-অবমাননাকারী শিষ্য! যথেষ্ট হয়েছে। অধিকন্তু আমার কাছ থেকে তুমি যা কিছু শিখেছ—এই মুহূর্তে সব পরিত্যাগ কর।

তাৎপর্য

শ্রীল বৈশম্পায়ন এই কারণে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে তাঁরই এক শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য অন্যান্য শিষ্যদের নিন্দা করেছিলেন, সর্বোপরি যারা ছিলেন যোগ্য ব্রাহ্মণ। ঠিক যেমন একজন সন্তান পিতার অন্যান্য সন্তানদের সঙ্গে রুক্ষ ব্যবহার করলে তিনি অসন্তুষ্ট হন, তেমনি যদি কোনও অহংকারী শিষ্য গুরুর অন্যান্য শিষ্যদের সঙ্গে রুক্ষ ব্যবহার করে কিংবা তাদের অবমাননা করে, তাহলে তিনিও খুব অসন্তুষ্ট হন।

শ্লোক ৬৪-৬৫

দেবরাতসুতঃ সোঽপি ছর্দিত্বা যজুষাং গণম্ ।
ততো গতোঽথ মুনয়ো দদৃশুস্তান্ যজুর্গণান্ ॥ ৬৪ ॥
যজূংষি তিত্তিরা ভূত্বা তল্লোলুপতয়াদদুঃ ।
তৈত্তিরীয়া ইতি যজুঃশাখা আসন্ সুপেশলাঃ ॥ ৬৫ ॥

দেবরাত-সুতঃ—দেবরাতের পুত্র (যাজ্ঞবল্ক্য); **সঃ**—তিনি; **অপি**—ও তখনে; **ছর্দিত্বা**—বমি করে; **যজুষাম্**—যজুর্বেদের; **গণম্**—সংগৃহীত মন্ত্রসমূহ; **ততঃ**—সেখান থেকে; **গতঃ**—গত হলে; **অথ**—তারপর; **মুনয়ঃ**—মুনিগণ; **দদৃশুঃ**—দেখেছিলেন; **তান্**—ঐ সকল; **যজুঃগণান্**—যজুর মন্ত্র; **যজুংসি**—এই সকল যজুর; **তিত্তিরাঃ**—তিত্তির পাখী; **ভূত্বা**—হয়ে; **তৎ**—ঐ সকল মন্ত্রের জন্য; **লোলুপতয়া**—লোলুপতার সঙ্গে; **আদদুঃ**—তুলেছিলেন; **তৈত্তিরীয়াঃ**—তৈত্তিরীয় নামে পরিচিত; **ইতি**—এইভাবে; **যজুঃ-শাখাঃ**—যজুর্বেদের শাখা; **আসন্**—সৃষ্টি হয়েছিল; **সু-পেশলাঃ**—অতি সুন্দর।

অনুবাদ

দেবরাতের পুত্র যাজ্ঞবল্ক্য তখন যজুর্বেদের মন্ত্রসমূহ বমি করে সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন। সমবেত শিষ্যরা এই সকল যজুর্বেদীয় মন্ত্র গুলিকে প্রলুব্ধ চিত্তে দর্শন করে তিত্তির পাখীর রূপ পরিগ্রহ করে সেগুলি সবই তুলে নিয়েছিলেন। তাই যজুঃ বেদের এই শাখাটি তিত্তির পাখী দ্বারা সংগৃহীত অতি সুন্দর তৈত্তিরীয় সংহিতারূপে পরিচিতি লাভ করেছে।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর সিদ্ধান্ত অনুসারে একজন ব্রাহ্মণের পক্ষে বমি করা বিষয় সংগ্রহ করা যথোচিত নয় এবং তাই বৈশম্পায়নের শক্তিশালী ব্রাহ্মণ শিষ্যগণ তিত্তির পাখীর রূপ গ্রহণ করে মূল্যবান মন্ত্রসমূহ সংগ্রহ করেছিলেন।

শ্লোক ৬৬

যাজ্ঞবল্ক্যস্ততো ব্রহ্মংশ্ছন্দাংস্যধিগবেষয়ন্ ।
গুরোরবিদ্যমানানি সূপতস্থেঽর্কমীশ্বরম্ ॥ ৬৬ ॥

যাজ্ঞবল্ক্যঃ—যাজ্ঞবল্ক্য; **ততঃ**—তারপর; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণগণ; **ছন্দাংসি**—মন্ত্র সমূহ; **অধি**—অধিক; **গবেষয়ন্**—গবেষণা করে; **গুরোঃ**—তাঁর গুরুকে; **অবিদ্যমানানি**—অজ্ঞাত; **সু-উপতস্থে**—সাবধানে আরাধনা করেছিলেন; **অর্কম্**—সূর্যদেবকে; **ঈশ্বরম্**—প্রবল নিয়ন্তা।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ শৌনক, যাজ্ঞবল্ক্য তখন এমন কি তাঁর গুরুরও অজ্ঞাত নতুন যজুঃ মন্ত্রের গবেষণা করতে আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। মনের মধ্যে এই বাসনা নিয়ে তিনি সযত্নে শক্তিশালী সূর্যদেবের আরাধনা করেছিলেন।

শ্লোক ৬৭

শ্রীযাজ্ঞবল্ক্য উবাচ

ওঁ নমো ভগবতে আদিত্যায়াখিলজগতামাত্মস্বরূপেণ কালস্বরূপেণ চতুর্বিধভূতনিকায়ানাং ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্তানামন্তর্হৃদয়েষু বহিরপি চাকাশ ইবোপাধিনাব্যবধীয়মানো ভবানেক এব ক্ষণলবনিমেষাবয়বোপচিত-সংবৎসরগণেনাপামাদানবিসর্গাভ্যামিমাং লোকযাত্রামনুবহতি ॥ ৬৭ ॥

শ্রীযাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ—শ্রীযাজ্ঞবল্ক্য বললেন; **ওঁ নমঃ**—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি; **ভগবতে**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **আদিত্যায়**—সূর্যদেবরূপে প্রকাশিত; **অখিল-জগতাম্**—সমগ্র গ্রহপুঞ্জের; **আত্ম-স্বরূপেণ**—পরমাত্মারূপে; **কাল-স্বরূপেণ**—কালরূপে; **চতুঃবিধ**—চার প্রকার; **ভূত-নিকায়ানাম্**—সমস্ত জীবের; **ব্রহ্ম-আদি**—ব্রহ্মা থেকে শুরু করে; **স্তম্ব-পর্যন্তানাম্**—ঘাস পর্যন্ত প্রসারিত; **অন্তঃ-হৃদয়েষু**—তাঁদের অন্তরের অন্তঃস্থলে; **বহিঃ**—বাহ্যত; **অপি**—ও; **চ**—এবং; **আকাশঃ ইব**—আকাশের মতো; **উপাধিনা**—জড় উপাধির দ্বারা; **অব্যবধীয়মানঃ**—আচ্ছাদিত না হয়ে; **ভবান্**—আপনি; **একঃ**—একাকী; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **ক্ষণ-লব-নিমেষ**—ক্ষণ, লব এবং নিমেষ (সময়ের ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশ); **অবয়ব**—এই সকল ভগ্নাংশের দ্বারা; **উপচিত**—একত্রে সংগৃহীত; **সংবৎসর-গণেন**—সংবৎসরের; **অপাম্**—জলের; **আদান**—গ্রহণ করে; **বিসর্গাভ্যাম্**—এবং দান করে; **ইমাম্**—এই; **লোক**—লোকসমূহ; **যাত্রাম্**—পালন; **অনুবহতি**—বহন করে।

অনুবাদ

শ্রীযাজ্ঞবল্ক্য বললেন—সূর্যদেবরূপে প্রকাশিত পরমেশ্বর ভগবানকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি। ব্রহ্মা থেকে শুরু করে তৃণ পর্যন্ত প্রসারিত চার প্রকার জীবের নিয়ন্তারূপে আপনি উপস্থিত আছেন। আকাশ যেমন সমস্ত জীবের অন্তরে এবং বাইরে বিদ্যমান, ঠিক তেমনি পরমাত্মারূপে আপনি সমস্ত জীবের হৃদয়ে এবং কালরূপে বাহ্যত বিদ্যমান রয়েছেন। ঠিক যেমন আকাশে বিদ্যমান মেঘ আকাশকে আচ্ছাদিত করতে পারেনা, ঠিক তেমনি কোনও জড় উপাধি কখনই আপনাকে আচ্ছাদিত করতে পারে না। কালের ক্ষণ, লব এবং নিমেষরূপ ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ দ্বারা গঠিত সংবৎসর প্রবাহের মাধ্যমে জল শোষণ করে এবং বৃষ্টিরূপে তা প্রত্যর্পণ করে আপনি একাই এই জগতের ভরণ পোষণ করেন।

তাৎপর্য

এই প্রার্থনাটি সূর্যদেবকে এক স্বতন্ত্র এবং স্বয়ংক্রিয় সত্তারূপে নিবেদন করা হয়নি, বরং সূর্যদেবরূপ প্রবল প্রতিনিধিরূপে প্রকাশিত পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যেই তা নিবেদিত হয়েছে।

শ্লোক ৬৮

যদু হ বাব বিবুধর্ষভ সবিতরদস্তপত্যনুসবনমহরহরাম্নায়বিধি-নোপতিষ্ঠমানানামখিলদুরিতবৃজিনবীজাবভর্জন ভগবতঃ সমভিধীমহি তপন মণ্ডলম্ ॥ ৬৮ ॥

যৎ—যা; **উ হ বাব**—বাস্তবিকই; **বিবুধ-ঋষভ**—হে দেবতাদের প্রধান; **সবিতঃ**—হে সূর্যদেব; **অদঃ**—সেই; **তপতি**—দ্যুতি বিকিরণ করছে; **অনুসবনম্**—দিনের প্রতিটি সন্ধিক্ষণে (সূর্যোদয়, মধ্যাহ্ন এবং সূর্যাস্ত); **অহঃ অহঃ**—প্রতি দিন; **আম্নায়বিধিনা**—গুরু-পরম্পরা ধারায় প্রবাহিত বৈদিক পন্থার দ্বারা; **উপতিষ্ঠমানানাম্**—যারা প্রার্থনা নিবেদনে নিযুক্ত; **অখিল-দুরিত**—সমস্ত পাপ; **বৃজিন**—পরিণাম দুঃখ; **বীজ**—ঐ দুঃখের বীজ; **অবভর্জন**—হে ভস্মকারী; **ভগবতঃ**—শক্তিশালী নিয়ন্তাদের; **সমভিধীমহি**—আমি পূর্ণ মনোযোগের সঙ্গে ধ্যান করি; **তপন**—হে দ্যুতিময়; **মণ্ডলম্**—মণ্ডলে।

অনুবাদ

হে জ্যোতির্ময়, হে শক্তিশালী সূর্যদেব, আপনিই সমস্ত দেবতাদের প্রধান। আমি সতর্ক মনোযোগের সঙ্গে আপনার অগ্নিময় গোলকের ধ্যান করি, কারণ প্রামাণিক গুরু-পরম্পরার ধারায় প্রবাহিত বৈদিক পন্থা অনুসারে যাঁরা প্রতিদিন তিনবার

আপনার কাছে প্রার্থনা নিবেদন করবেন, আপনি তাদের সমস্ত পাপ কর্ম, পরিণাম দুঃখ এবং এমন কি বাসনার আদি বীজকেও ধ্বংস করেন।

শ্লোক ৬৯

য ইহ বাব স্থিরচরনিকরাণাং নিজনিকেতনানাং মনইন্দ্রিয়াসুগণাননাত্মনঃ স্বয়মাত্মান্তর্যামী প্রচোদয়তি ॥ ৬৯ ॥

যঃ—যিনি; **ইহ**—এই জগতে; **বাব**—বাস্তবিকই; **স্থির-চর-নিকরানাম্**—সমস্ত স্থাবর এবং জঙ্গম জীবদের; **নিজ-নিকেতনানাম্**—যারা আপনার আশ্রয়ে নির্ভরশীল; **মনঃ-ইন্দ্রিয়-অসু-গণান্**—মন, ইন্দ্রিয় এবং প্রাণবায়ু; **অনাত্মনঃ**—নিষ্প্রাণ জড় বস্তু; **স্বয়ম্**—আপনি স্বয়ং; **আত্ম**—তাদের হৃদয়ে; **অন্তঃ-যামী**—অন্তর্যামী; **প্রচোদয়তি**—কর্মে পরিচালিত করে।

অনুবাদ

যারা সর্বতোভাবে আপনার আশ্রয়ে নির্ভরশীল, সেই সকল স্থাবর এবং জঙ্গম জীবদের অন্তরে অন্তর্যামী প্রভু রূপে আপনি স্বয়ং উপস্থিত আছেন। বস্তুতপক্ষে, আপনিই তাদের জড় মন, ইন্দ্রিয় এবং প্রাণবায়ুকে কর্মে পরিচালিত করেন।

শ্লোক ৭০

য এবেমং লোকমতিকরালবদনান্ধকারসংজ্ঞাজগরগ্রহগিলিতং মৃতকমিব বিচেতনমবলোক্যানুকম্পয়া পরমকারুণিক ঈক্ষয়ৈবোত্থাপ্যাহরহরনুসবনং শ্রেয়সি স্বধর্মাখ্যাত্মাবস্থানে প্রবর্তয়তি ॥ ৭০ ॥

যঃ—যিনি; **এব**—কেবল; **ইমম্**—এই; **লোকম্**—জগৎ; **অতি-করাল**—অতি ভয়ঙ্কর; **বদন**—যাঁর বদন; **অন্ধকার-সংজ্ঞা**—অন্ধকার রূপে পরিচিত; **অজগর**—অজগর; **গ্রহ**—আক্রান্ত; **গিলিতম্**—এবং গিলিত; **মৃতকম্**—মৃত; **ইব**—যেন; **বিচেতনম্**—অচেতন; **অবলোক্য**—অবলোকন করে; **অনুকম্পয়া**—অনুকম্পাবশতঃ; **পরম-কারুণিকঃ**—পরম কারুণিক; **ঈক্ষয়া**—তার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে; **ইব**—বস্তুতপক্ষে; **উত্থাপ্য**—তাদের উত্থাপন করে; **অহঃ অহঃ**—দিনের পর দিন; **অনু-সবনম্**—দিনের তিনটি পবিত্র সন্ধিক্ষণে; **শ্রেয়সি**—শ্রেয় লাভে; **স্ব-ধর্ম-আখ্য**—আত্মার যথার্থ কর্তব্যরূপে পরিচিত; **আত্ম-অবস্থানে**—পারমার্থিক জীবনের প্রবণতায়; **প্রবর্তয়তি**—নিযুক্ত হয়।

অনুবাদ

এই জগৎ অন্ধকার নামক অজগরের ভয়ঙ্কর মুখগহ্বরের দ্বারা আক্রান্ত এবং গিলিত হয়ে মৃতবৎ অচৈতন্য হয়ে পড়েছে। কিন্তু অনুকম্পাবশতঃ এই জগতের নিদ্রিত মানুষদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আপনি তাদের দর্শন শক্তি দান করে জাগ্রত করেন। এইভাবে আপনিই হচ্ছেন মহা বদান্য। প্রতিটি দিনের পবিত্র ত্রিসন্ধ্যায় আপনি পুণ্যবান ব্যক্তিদের ধর্মকর্মে পরিচালিত করে তাদেরকে পরম কল্যাণের পথে নিযুক্ত করেন যা তাঁদের চিন্ময় স্থিতি দান করে।

তাৎপর্য

বৈদিক সংস্কৃতি অনুসারে, সমাজের তিনটি উচ্চবর্ণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, এবং বৈশ্য) আনুষ্ঠানিক দীক্ষার মাধ্যমে গায়ত্রী মন্ত্র লাভ করে গুরুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়। এই পবিত্রকারী মন্ত্র দিনে তিনবার জপ করা হয়—সূর্যোদয়, মধ্যাহ্ন এবং সূর্যাস্তের সময়। আকাশে সূর্যের গতিপথ অনুসারে পারমার্থিক কর্তব্য অনুষ্ঠানের শুভ মুহূর্তসমূহ নির্ধারিত হয় এবং আধ্যাত্মিক কর্তব্যের এই সুশৃঙ্খলিত নির্ঘণ্ট নির্ধারণের বিষয়টি এখানে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি-স্বরূপ সূর্যদেবের উপরই ন্যস্ত হয়েছে।

শ্লোক ৭১

অবনিপতিরিবাসাধূনাং ভয়মুদীরয়ন্নটতি পরিত আশাপালৈস্তত্র তত্র কমলকোশাঞ্জলিভিরুপহৃতার্হণঃ ॥ ৭১ ॥

অবনি-পতিঃ—রাজা; **ইব**—যেন; **অসাধূনাম্**—অসাধুদের; **ভয়ম্**—ভয়; **উদীরয়ন্**—সৃষ্টি করে; **অটতি**—ভ্রমণ করে; **পরিতঃ**—সর্বত্র; **আশা-পালৈঃ**—দিকপালগণের দ্বারা; **তত্র তত্র**—এখানে সেখানে; **কমল-কোশ**—পদ্মধারী; **অঞ্জলিভিঃ**—জোড় হাতে; **উপহৃত**—নিবেদিত; **অর্হণঃ**—উপহার।

অনুবাদ

ঠিক একজন পার্থিব রাজার মতো, অসাধুদের ভয় উৎপাদন করে আপনি সর্বত্র পরিভ্রমণ করেন এবং সেই সময় শক্তিশালী দিকপালগণ অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে আপনাকে পদ্ম এবং অন্যান্য উপহার উৎসর্গ করেন।

শ্লোক ৭২

অথ হ ভগবংস্তব চরণনলিনযুগলং ত্রিভুবনগুরুভিরভিবন্দিতমহম্ অযাতযামযজুষ্কাম উপসরামীতি ॥ ৭২ ॥

অথ—এইভাবে; **হ**—বস্তুতপক্ষে; **ভগবন্**—হে প্রভু; **তব**—তোমার; **চরণ-নলিন-যুগলম্**—চরণ কমলদ্বয়; **ত্রিভুবন**—ত্রিলোকের; **গুরুভিঃ**—গুরুবর্গের দ্বারা; **অভিবন্দিতম্**—অভিবন্দিত; **অহম্**—আমি; **অযাত-যাম**—অন্য কারুর অজ্ঞাত; **যজুঃ-কামঃ**—যজুঃ মন্ত্র লাভে আকাঙ্ক্ষী; **উপসরামি**—পূজার মাধ্যমে আপনার সম্মুখীন হচ্ছি; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

অতএব আমি প্রার্থনা নিবেদনের মাধ্যমে ত্রিলোকের গুরুবর্গ কর্তৃক অভিনন্দিত আপনার চরণ কমল সমীপে সমাগত হলাম, কেননা আমি আপনার কাছ থেকে যা অন্যের অজ্ঞাত যজুর্বেদের মন্ত্রসমূহ লাভ করার আকাঙ্ক্ষা করছি।

শ্লোক ৭৩

সূত উবাচ

এবং স্তুতঃ স ভগবান্ বাজিরূপধরো রবিঃ ।
যজূংষ্যযাতযামানি মুনয়েঽদাৎ প্রসাদিতঃ ॥ ৭৩ ॥

সূতঃ উবাচ—শ্রীল সূত গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **স্তুতঃ**—স্তুত হয়ে; **সঃ**—তিনি; **ভগবান্**—শক্তিশালী দেবতা; **বাজী-রূপ**—ঘোড়ার রূপ; **ধরঃ**—ধারণ করে; **রবিঃ**—সূর্যদেব; **যজূংসি**—যজুর মন্ত্রসমূহ; **অযাত-যামানি**—অন্য কোন মরণশীল জীব কখনই যা শিখেনি; **মুনয়ে**—মুনিকে; **অদাৎ**—উপহার দিয়েছিলেন; **প্রসাদিতঃ**—সন্তুষ্ট হয়ে।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন—এই রকম স্তুতিতে প্রসন্ন হয়ে শক্তিশালী সূর্যদেব একটি ঘোড়াররূপ পরিগ্রহ করে, পূর্বে মানব সমাজে অজ্ঞাত যজুর মন্ত্রসমূহ যাজ্ঞবল্ক্যকে দান করেছিলেন।

শ্লোক ৭৪

যজুর্ভিরকরোচ্ছাখা দশ পঞ্চ শতৈর্বিভুঃ ।
জগৃহুর্বাজসন্যস্তাঃ কাণ্বমাধ্যন্দিনাদয়ঃ ॥ ৭৪ ॥

যজুরভিঃ—যজুর মন্ত্র দিয়ে; **অকরোৎ**—করেছিলেন; **শাখাঃ**—শাখাসমূহ; **দশ**—দশ; **পঞ্চ**—পাঁচ সংযুক্ত; **শতৈঃ**—শত শত; **বিভুঃ**—শক্তিশালী; **জগৃহুঃ**—তাঁরা স্বীকার করেছিলেন; **বাজ-সন্যঃ**—ঘোড়ার কেশর থেকে উৎপন্ন বলে বাজসেনয়ী নামে পরিচিত; **তাঃ**—সেইগুলিকে; **কাণ্ব-মাধ্যন্দিন-আদয়ঃ**—কাণ্ব, মাধ্যন্দিন এবং অন্যান্য ঋষির শিষ্যবর্গ।

অনুবাদ

যজুর্বেদের এই সকল অগণিত শত শত মন্ত্র থেকে শক্তিশালী ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বৈদিক শাস্ত্রের পনেরটি নতুন শাখা গ্রথিত করলেন। ঘোড়ার কেশর থেকে উৎপন্ন হয়েছিল বলে এগুলি বাজসনেয়ী সংহিতা রূপে পরিচিতি লাভ করে এবং কাণ্ব, মাধ্যন্দিন এবং অন্যান্য ঋষির অনুগামীদের গুরু-পরম্পরায় এই সকল সংহিতা স্বীকৃত হয়েছিল।

শ্লোক ৭৫

জৈমিনেঃ সামগস্যাসীৎ সুমন্তুস্তনয়ো মুনিঃ ।
সুত্বাংস্তু তৎসুতস্তাভ্যামেকৈকাং প্রাহ সংহিতাম্ ॥ ৭৫ ॥

জৈমিনেঃ—জৈমিনির; **সম-গস্য**—সামবেদের গায়ক; **আসীৎ**—ছিলেন; **সুমন্তুঃ**—সুমন্তু; **তনয়ঃ**—পুত্র; **মুনিঃ**—মুনি (জৈমিনি); **সুত্বান্**—সুত্বান; **তু**—এবং; **তৎ-সুতঃ**—সুমন্তুর পুত্র; **তাভ্যাম্**—তাদের প্রত্যেকের; **এক-একাম্**—দুটো ভাগের প্রত্যেকটি; **প্রাহ**—বলেছিলেন; **সংহিতাম্**—সংগ্রহ।

অনুবাদ

সামবেদের আপ্তপুরুষ ঋষি জৈমিনির সুমন্তু নামে এক পুত্র ছিলেন এবং সুমন্তুর পুত্র ছিলেন সুত্বান। ঋষি জৈমিনি তাদের প্রত্যেককে সামবেদ সংহিতার ভিন্ন ভিন্ন অংশ বলেছিলেন।

শ্লোক ৭৬-৭৭

সুকর্মা চাপি তচ্ছিষ্যঃ সামবেদতরোর্মহান্ ।
সহস্রসংহিতাভেদং চক্রে সাম্নাং ততো দ্বিজ ॥ ৭৬ ॥
হিরণ্যনাভঃ কৌশল্যঃ পৌষ্যঞ্জিশ্চ সুকর্মণঃ ।
শিষ্যৌ জগৃহতুশ্চান্য আবন্ত্যো ব্রহ্মবিত্তমঃ ॥ ৭৭ ॥

সুকর্মা—সুকর্মা; **চ**—এবং; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **তৎ-শিষ্যঃ**—জৈমিনির শিষ্য; **সাম-বেদ-তরোঃ**—সামবেদরূপ বৃক্ষের; **মহান্**—মহান চিন্তাবিদ; **সহস্র-সংহিতা**—এক হাজার সংগ্রহ; **ভেদম্**—ভেদ; **চক্রে**—করেছিলেন; **সাম্নাম্**—সাম মন্ত্রের; **ততঃ**—তারপর; **দ্বিজ**—হে ব্রাহ্মণ (শৌনক); **হিরণ্যনাভঃ কৌশল্যঃ**—কুশলের পুত্র হিরণ্যনাভ; **পৌষ্যঞ্জিঃ**—পৌষ্যঞ্জি; **চ**—এবং; **সুকর্মণঃ**—সুকর্মার; **শিষ্যৌ**—দুই শিষ্য; **জগৃহতুঃ**—গ্রহণ করেছিলেন; **চ**—এবং; **অন্যঃ**—অন্য; **আবন্ত্যঃ**—আবন্ত্য; **ব্রহ্ম-বিৎ-তমঃ**—পূর্ণরূপে ব্রহ্মবিদ্।

অনুবাদ

জৈমিনির অপর শিষ্য সুকর্মা ছিলেন এক মহান পণ্ডিত। তিনি সামবেদরূপী মহাবৃক্ষকে এক সহস্র সংহিতায় বিভক্ত করেছিলেন। তারপর, হে ব্রাহ্মণ, কৌশল পুত্র হিরণ্যনাভ, পৌষ্যঞ্জি এবং পরম ব্রহ্মবিদ্ আবন্ত্য নামে সুকর্মা ঋষির এই তিনজন শিষ্য সামবেদীয় মন্ত্রসমূহের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ৭৮

উদীচ্যাঃ সামগাঃ শিষ্যা আসন্ পঞ্চশতানি বৈ ।
পৌষ্যঞ্জ্যাবন্ত্যয়োশ্চাপি তাংশ্চ প্রাচ্যান্ প্রচক্ষতে ॥ ৭৮ ॥

উদীচ্যাঃ—উত্তরদেশীয়; সামগাঃ—সাম বেদের গায়ক; শিষ্যাঃ—শিষ্যসমূহ; আসন্—ছিলেন; পঞ্চশতানি—পাঁচশত; বৈ—বস্তুতপক্ষে; পৌষ্যঞ্জি-আবন্ত্যয়োঃ—পৌষ্যঞ্জি এবং আবন্ত্য; চ—এবং; অপি—বস্তুতপক্ষে; তান্—তাঁরা; চ—ও; প্রাচ্যান্—প্রাচ্য; প্রচক্ষতে—বলা হয়।

অনুবাদ

পৌষ্যঞ্জি এবং আবন্ত্যের পাঁচ শত শিষ্য সামবেদের উদীচী গায়করূপে পরিচিতি লাভ করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে তাদের কেউ কেউ প্রাচ্য গায়করূপেও খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ৭৯

লৌগাক্ষির্মাঙ্গলিঃ কুল্যঃ কুশীদঃ কুক্ষিরেব চ ।
পৌষ্যঞ্জিশিষ্যা জগৃহুঃ সংহিতাস্তে শতং শতম্ ॥ ৭৯ ॥

লৌগাক্ষিঃ মাঙ্গলিঃ কুল্যঃ—লৌগাক্ষি, মাঙ্গলি এবং কুল্য; কুশীদঃ কুক্ষিঃ—কুশীদ এবং কুক্ষি; এব—বস্তুতপক্ষে; চ—ও; পৌষ্যঞ্জি-শিষ্যাঃ—পৌষ্যঞ্জির শিষ্য; জগৃহুঃ—তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন; সংহিতাঃ—সংগ্রহ; তে—তাঁরা; শতম্ শতম্—প্রত্যেকে এক শত।

অনুবাদ

লৌগাক্ষি, মাঙ্গলি, কুল্য, কুশীদ এবং কুক্ষি নামে পৌষ্যঞ্জির অন্য পাঁচজন শিষ্যের প্রত্যেকেই এক শত করে সংহিতা লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ৮০

কৃতো হিরণ্যনাভস্য চতুর্বিংশতি সংহিতাঃ ।
শিষ্য ঊচে স্বশিষ্যেভ্যঃ শেষা আবন্ত্য আত্মবান্ ॥ ৮০ ॥

কৃতঃ—কৃত; **হিরণ্যনাভস্য**—হিরণ্যনাভের; **চতুঃ-বিংশতি**—চব্বিশ; **সংহিতাঃ**—সংগ্রহ; **শিষ্যঃ**—শিষ্য; **ঊচে**—বলেছিলেন; **স্ব-শিষ্যেভ্যঃ**—তাঁর নিজের শিষ্যদের; **শেষাঃ**—অবশিষ্ট (সংহিতা); **আবন্ত্যঃ**—আবন্ত্য; **আত্ম-বান্**—আত্মসংযত।

অনুবাদ

হিরণ্যনাভের শিষ্য কৃত তাঁর স্বীয় শিষ্যগণকে চব্বিশটি সংহিতা বলেছিলেন এবং অবশিষ্ট সংহিতাগুলি আত্মদর্শী আবন্ত্য ঋষি কর্তৃক বাহিত হয়েছিল।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের 'মহারাজ পরীক্ষিতের দেহত্যাগ' নামক ষষ্ঠ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।